No. 395 RARE BOOK December 1897

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০৪—ডিসেম্বর, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সীমান্ত যুদ্ধ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধ এক প্রকার শেষ হইয়াছে এবং ইংরাজ সেনাপতি টেরা অধিকার করিয়া বিপক্ষদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। ভারতের সীমা পশ্চিমে আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গালীর বীরত্ব গৌরব—কুচবিহারের মহারাজা প্রায় দুই মাস কাল নানা বিপদ ক্লেশের মধ্যে সীমান্ত সৈনিক-শিবিরে যাপন করিয়া যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ আপনার বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তিলকের অদৃষ্টদোষ—তিলক মোকদ্দমার যে বিলাত আপিল হইয়াছিল, প্রিভি কৌন্‌সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিলাতে এরূপ বিষয়ে বিচার হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িত।

প্রয়াগে রাজ-সমাগম—গত একদিন সস্ত্রীক ও সদল প্রয়াগে পৌঁছিয়া একটী দরবার করেন। তাহাতে উত্তর পশ্চিমের ছোট লাটকে জি, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সার মাক্‌ডোনাল্ড যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ইনি অতি উচ্চ গৌরবের উপযুক্ত।

চিনে জর্ম্মাণ সৈন্য—চিনের কাইচোতে জর্ম্মণ সৈন্যদল উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য দুর্গরক্ষক ৫০০ সৈন্য পলায়ন করিয়াছে।

কেম্ব্রিজে ব্রহ্মোপাসনা—মাননীয় বাবু আনন্দমোহন বসু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। কেম্ব্রিজে বাঙ্গালী ছাত্রগণ তাঁহার গমন উপলক্ষে তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট

গারফিল্ড কাঠুরিয়ার ছেলে ছিলেন এবং তজ্জন্য গৌরব করিতেন। যুক্ত-রাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ম্যাককিন্‌লী গৌরব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা স্কটলণ্ডের একজন গরিব শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—সুইজর্লণ্ডে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা ৪০টী। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একটী "স্ত্রী-ডাক্তার সভা" স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপে এরূপ সভা এই প্রথম।

মহারাণী পুরস্কৃতা—ইংলণ্ডে যে রাজকীয় ফলপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর ফল সংগ্রহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি এক রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত—আমেরিকার এক কৃষক আপনার পরিশ্রমে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইলিনইস প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইহাঁর নাম করিংটন। ইহাঁর পাঠানুরাগের জন্য ইনি 'দার্শনিক' বলিয়া আখ্যাত।

নূতন রেলওয়ে—হাবড়া-আমতা ও সিয়াখালা রেলওয়ে খোলার উৎসব গত ২১এ নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিনিধি ছোট লাট এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ রেলওয়েটী এদেশীয়দিগের গৌরবের আর একটী পরিচায়ক।

বীরাঙ্গনাদিগের পুরস্কার—"Royal Humane Society"—"রাজকীয় দয়া-নিদর্শনী" সভা নামে এক সভা জলমজ্জন হইতে একটী ভদ্রলোক, একটী বালিকা ও একটী বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য ৩টী স্ত্রীলোককে রৌপ্য ও পিত্তল পদক পুরস্কার দিয়াছেন। রমণীরা আপনাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিপন্নদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইহাঁদের নাম কুমারী ফুলার্টন, কুমারী জোয়ান হারিস ও কুমারী লাউসা ব্রাইট।

হত্যাকারী ধৃত—লাহোরের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখরামকে যে মুসলমান হত্যা করে, সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। অবিলম্বে ইহার বিচার হইবে।

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বকথন।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৬১ পৃষ্ঠার পর)

হে জননি! ঈশ্বরের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলেই শব্দতন্মাত্র উদ্ভূত হয়, তাহা হইতে শব্দ ও বোধকারী শ্রবণেন্দ্রিয় জন্ম গ্রহণ করে, আকাশের যে সূক্ষ্ম বিচরণ গুণ, তাহাই শব্দের বিশেষ লক্ষণ। সেই শব্দ অর্থের বাচক ও দৃশ্যাদৃশ্য যত বক্তার জ্ঞাপক। জননি! কালক্রমে আকাশের বিকৃতি

স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হইল, তাহা হইতে বায়ু আর ত্বক্ জন্মিল। ত্বকের সাহায্যে স্পর্শবোধ উৎপন্ন হইল, স্পর্শত্ব হইতে শীতল, উষ্ণ ও কঠিন প্রভৃতি সমীচীন বোধ হইল। চালন, মেলন, শব্দ, গন্ধ প্রবহণ আর শীত উষ্ণাদি যাহা অনুভূত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যে নিশ্চয় জানিবে। বায়ু ইন্দ্রিয় সকলকে সঞ্চালন করে, রাগাদির স্ফূর্ত্তি যাহা, তাহাও বায়ুবলে জানিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, রূপগ্রাহক চক্ষু তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। আকার, বিকার, দান, বস্তুর বিকাশ, বিস্ফুরণ, বিলোড়ন, প্রাশস্ত্য, প্রকাশ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিপাক, শোষণ ও সরণ ইহারা তেজের বৃত্তি। রূপতন্মাত্র বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। জিহ্বা আর জল তেজের বিকারে জন্মে, এই জিহ্বাই সর্ব্ব রস গ্রহণের স্থল। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর ও লবণ ইত্যাদি রস জিহ্বাতেই আস্বাদন হইয়া থাকে। শুষ্ক বস্তু আর্দ্র ও একত্রীকরণ, তৃষ্ণাজনিত ক্লেশকে প্রশমন, কাঠিন্যকে মৃদু ও সমোচ্চ সংস্থান করা জলের বৃত্তি। সেই রসতন্মাত্র বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। গন্ধগ্রাহী ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও বসুমতী একত্রে উদ্ভূত হইল। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, উহা নাসিকার বিষয়; সেই গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সুখদ সুগন্ধ, দুর্গন্ধাদি সংসর্গভেদে এরূপ ভাল মন্দ যে হয়, ইহা পৃথিবীর বৃত্তি। আকাশের গুণ শব্দ, শ্রবণের বিষয়। যাহা ত্বকে বোধ হয়, তাহা বায়ুর গুণ—স্পর্শ। তেজের গুণ—রূপ, উহা নয়নের বিষয়। সলিলের গুণ রস, উহা রসনার বিষয়। এই সকল গুণাদির পরস্পর সম্বন্ধ থাকার জন্য পরপর ভূতেতে তাহাদের স্থিতি জানা যায়। আকাশে একমাত্র শব্দগুণ আছে; বাতাসে শব্দ ও স্পর্শ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আছে; আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ গুণ পৃথিবীতে জড়িত আছে।

মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ততত্ত্বগণ যখন পরস্পর সম্মিলিত হইল, তখন আদিম অচ্যুত জগদীশ্বর সেই সকল তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব সকলকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে এক অচেতন অণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষের উদ্ভব হইল। তাহা বহির্ভাগে দশগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং জলাদি আবরণ পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত এই অণ্ডে ভগবানের মূর্ত্তির স্বরূপ লোক সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্তর সেই দেবের প্রধান মহান্ দেব হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নানা ছিদ্র প্রকটিত করিলেন। তাহাতে প্রথমে তাঁহার মুখ উদ্ভূত হইল। তৎপরে সেই মুখ হইতে বাক্য জন্মিল, বাক্যের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল, অনন্তর নাসাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, পরে সেই নাসিকা হইতে প্রাণ-বায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়

জন্মিল। তাহার পর চক্ষুর্দ্বয় জন্মিল, চক্ষুর্দ্বয় হইতে দীপ্তিমান্ সূর্য্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে কর্ণেন্দ্রিয় ও দিক্‌দশ একে একে প্রকাশ পাইল। তৎপরে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ত্বক্, লোম, শ্মশ্রু ও কেশ উৎপন্ন হইল। পরে ওষধি সকল জন্মিল * * *। তার পর জল, অনন্তর পায়ু নির্ভিন্ন হইল, পায়ু হইতে অপান বায়ু এবং অপান হইতে মৃত্যু প্রকাশ পাইল। অনন্তর দুই হস্ত উদ্ভূত হইল, হস্ত হইতে ক্রিয়াক্ষম বল জন্মিল। তার পর বলের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। অনন্তর গতি-শক্তি-সমন্বিত পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। চরণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তৎপরে আবিষ্ট হইয়া জীবকে গতিযুক্ত করিলেন। তার পর নাড়ী সকল জন্মিল। নাড়ী হইতে রক্ত, রক্ত হইতে নদী জন্মিল, পরে উদর উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিল। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে রসের আধার সমুদ্র উদ্ভূত হইল। অবশেষে হৃদয় জন্মিল। হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হৃদয়ের শুদ্ধি ব্রহ্মা জন্মিলেন। জননি! তৎপরে অহঙ্কার জন্মিল। অহঙ্কার হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে ধ্যানের আধার চিত্ত, চিত্ত হইতে জ্ঞানের আধার ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মিল। একে একে ইন্দ্রিয়াদি দেবদল আবির্ভূত হইলেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। অনন্তর ঐ সকল দেবতা পরাভব মানিয়া যাহার যে ইন্দ্রিয়-দ্বার অধিকৃত ছিল, তিনি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন—অগ্নি বাগিন্দ্রিয় দিয়া মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তবু সে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার অচল রহিলেন। পরে বেগময় বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাটের বৃহৎকায় উত্থিত হইল না। অপান আশ্রয় করিয়া মৃত্যু পায়ুপথে প্রবেশ করিলেন, পুরন্দর হস্তদ্বয়ে ও বিষ্ণু পদ-দ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি সেই বিরাট-শরীর সলিল-আশ্রয়ে অচলপ্রায় স্থির হইয়া রহিলেন। রক্ত দিয়া নদী-সমূহ নাড়ীতে গত হইল, তবু বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। সমুদ্রও ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়া উদরে প্রবেশ করিল, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। তার পর সুধাকর শরীরে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। অনন্তর বুদ্ধি দ্বারা প্রজাপতি ও রুদ্র অভিমানভরে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি বিরাট দেহ জলময়ী শয্যার উপরে অচলপ্রায় রহিল। অবশেষে চৈত্য অর্থাৎ আত্মা নিজবলে যেমন হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি বিরাট দেহ সবিক্রমে সচেতন হইয়া উঠিল। এই ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত ব্যতীত প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রসুপ্ত পুরুষকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। এই হেতু যোগ-প্রবৃত্তা বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতে বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিবে। শ্রীকুমুদিনী রায়।

সেফালি।

পুনঃ আসিলাম বোন
তোমারি শীতল কোলে।

আজ বিজয়ার পূর্ব্ব রাত্রি। অদূরে সুমধুর তানলয়যুক্ত ঐকতান বাদ্যধ্বনি নিশীথকালে এই চন্দ্রনক্ষত্রশালী শারদ নীলাকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। শোকসন্তপ্ত বিষাদের ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে কে যেন আশার জ্যোতি জ্বালিয়া দিল। আমি কোথায়, আমার প্রাণ-প্রতিম কোথায়, এই চিন্তায় ঘোর প্লাবন-বারির ন্যায় নয়নে অশ্রু বহিতেছিল, হঠাৎ সেই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভাবিতেছি এ কি মায়ার খেলা, না আশার সুমধুর গীতধ্বনি? ঘোর বিষাদের ঝটিকা হৃদয়ে বহিতেছিল। এই ভীষণ উর্ম্মি-মালাপূর্ণ সাগরে কর্ণধারবিহীন তরির ন্যায় এ ভগ্ন জীবন-তরি বুঝি আর বাঁচে না। প্রতি মুহূর্ত্তেইত সেই ভাবে মন আন্দোলিত হইতেছিল, এমন সময় ভগ্নি সেফালি! তোমার ভুবনমোহন সৌরভ-রাশি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুদূর শৈশবের মধুর ক্রীড়াকাননে লইয়া চলিল। বোন! তুমি আজও এই ভ্রকুটী-পূর্ণ সংসারে স্নেহভরা কুসুম-কোমল শুভ্র হৃদয়খানি আমার জন্ত তেমনি করিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার শাখাতে আজ রোগ-শোক-দগ্ধা জীর্ণ শীর্ণ তরণী কি বাঁধিতে দিবে না?

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়!"

শৈশবের অধীত এই কবিতাটী স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তোমার সুগন্ধে সকল বিষাদ ভুলিয়া গেলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পাপিয়া চাতকের মোহন-গীতি কাণে গরল ঢালিতেছিল; সেফালি, তোমার শীতল ছায়াতে আসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হইল। ভাবিতেছি জীবনত উদ্দেশ্যবিহীন নয়। আশা কুহকিনী নয়, রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে এ মলিন আত্মার সম্মুখে আবির্ভূতা। মানস কানন হইতে কত সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া তাহার চরণে উপহার দিলাম। এই ভগ্ন তরণী ভীষণ সংসার-সাগরের ঝটিকাঘাতে কেমন করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, রাক্ষসগণ ঘোর বিজন অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে তাহাই দেখিয়া অট্টহাস্তে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতেছে, কেবল ক্ষুদ্রকায় খদ্যোতটী লতা-বিতান ভেদ করিয়া যে স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখাইল, তাহাকে আমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ের ধ্রুব-তারারূপে মানিয়া লইলাম। এ পথ-ভ্রান্ত পথিককে ঐ শারদ-কৌমুদী-বিধৌত মধুর যামিনী—নীলাকাশের ফুটী তারা, মধুর ঝিল্লিরব, সকলেই একতানে বলিতেছে

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর, নিরাশ হয়োনা হয়োনা;
পাপীর ক্রন্দন শুনি, আসিবেন জননী,
চির দিন দুঃখ রবে না রবে না।"

এই স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনি বধির কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সখি! এ নির্ব্বাণোন্মুখ

জীবন-দীপটা লইয়া তোমার তলায় আসিয়া পড়িলাম। এ শারদীয়া নিশীথের গভীর যামিনীযোগে তোমার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সুখ দুঃখের কত জীবন্ত ছবি এ উষর হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতেছে, কোন্ ভাষায় তাহা বলিব? নীরব প্রকৃতি নীরব ভাষায় আমার দুঃখ দেখিতেছে, শুনিতেছে। সেফালি বোন, তুমিও নীরব ভাষাতেই আমার তাপিত বক্ষে সমবেদনার সুশীতল ধারা বর্ষণ করিতেছ। সেফালি! আজ সুদূর অতীতের শৈশবচ্ছবি জীবন্ত অবস্থায় নয়ন সম্মুখে মায়াপটের ন্যায় বিদ্যমান। দেখ বোন, এমনই চন্দ্রমাশালিনী মধুর শারদীয়া কত যামিনীতে তোমার তলায় সুখ দুঃখের স্রোতে ভাসিতাম, তাহা তুমি জান। সেই স্নেহের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অস্ফুট কোরকটী যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বিধাতার উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইবার আশায় এ হৃদয়কে শোকের ঘন মেঘে ঢাকিয়া চলিয়া গেল, তখন বোন সেফালি, তুমিও এ মলিন আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে। সেই অবিনাশী আত্মা যখন দেব দেবেশের গৃহে মহাযাত্রা করিল, তখন তাহার সুন্দর দেবশরীর তোমার শুভ্র কুসুমে ভূষিত হইয়া আপনার পবিত্রতা যে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাই তোমার পূজা ও পিতৃপূজা একই বলিয়া জানিয়াছি। তাই তোমার নাম আমার কর্ণে এত মধুর।

প্রকৃত জীবন।

জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে মানুষ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানুষের প্রায় সকল কার্য্যের মূল এখানে—এই জন্যই যত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম। অবশ্য আমরা যে কেবল স্ব স্ব জীবনের জন্যই খাটিতেছি, তাহা নহে; আত্মীয় স্বজন সকলের জন্যও খাটিতেছি। তবে মোটের উপর বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে আমরা জীবনের জন্যই সব কাজ করিতেছি। জীবনের জন্যই এত আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, উদ্যম সত্য; কিন্তু যে জীবন না হইলে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার অভাবে আমরা মনুষ্য-নামেরই যোগ্য হইতে পারি না, আমাদের এত চেষ্টা যত্ন কি তাহারই জন্য? সেই প্রকৃত জীবনের জন্য? প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের এবং স্বামী পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনের জন্য যে এত ব্যস্ত, এত চিন্তিত, এত নিবিষ্টচিত্ত এবং এত যে পরিশ্রান্ত, তাহা কি সেই জীবনের জন্য? প্রভাতে কি এই অমর জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা

লইয়াই:শয্যা ত্যাগ করি এবং সায়ংকালে ইহার উদ্দেশ্য কত দূর সম্পন্ন হইল চিন্তা করি? হায়! এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যদি এই জীবনের জন্ম এত আকাঙ্ক্ষা,উৎসাহ,যত্ন ও চেষ্টা থাকিত, তবে জীবন আজও এত মৃত, এত হীন থাকিত না। যে জন্ম এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, যে জন্য জীবনের সকল শক্তি পাইয়াছি, তাহা আজও এত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারে না যে, আমরা জীবনের জন্য ভাবি বা খাটি। পার্থিব জীবনের জন্য আমরা লালায়িত, পার্থিব ভোগ ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্ম যথেষ্ট আয়োজন, বহু ব্যবস্থা, বহুতর চিন্তা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে। কিন্তু এ আয়োজন, ব্যবস্থা ও চিন্তা প্রকৃত জীবনের কিছুই পুষ্টি ও বিকাশ সাধন করিতে পারে না। ইহাতে আমার বা অপর কাহারও অনন্ত জীবনের উন্নতি সাধনের সহায়তা হয় না।

আমরা সকলেই জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমাদের জীবন প্রকৃত জীবন নহে। এই যে আমরা চলিতেছি, ফিরিতেছি, খাইতেছি, সংসারের নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছি, নিজের স্বার্থ পৃথিবীর নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছি, ইহা কখনও আমাদের প্রকৃত জীবন নয়; বরং ইহা অনেকটা জীবনের বিকৃতি। একটু চিন্তা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাইব। পশু পক্ষী তরু লতার জীবনে দেখিতে পাই তাহারা বর্দ্ধিত হয়, আর শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। বৃক্ষ ফল ফুল প্রদান করে, পশু পক্ষী স্বভাবের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা কার্য্য সাধন করে। আমাদেরও শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে, বলবান্ হইতেছে, সুন্দর ও কার্য্যক্ষম হইতেছে, কিন্তু ইহাই কি আমাদের সমস্ত? আমরাত কেবল শরীর নই, শারীরিক এ জীবন ছাড়াও ত আমাদের জীবন আছে! সেই জীবন আত্মার জীবন, তাহার অধীন শরীর মন সমস্ত। আত্মার জীবন প্রকাশিত ও বর্দ্ধিত না হইয়া কেবল শরীর পুষ্ট হইলে কি হইবে? তাই আত্মার পুষ্টি চাই, আমাদের জীবনে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা বর্দ্ধিত হওয়া চাই—আর বিশেষ ভাবে সেই হৃদয়ের শোভা সৌন্দর্য্য বিকশিত হওয়া চাই—যে জন্য জগতে রমণী-নাম প্রসিদ্ধ। মহাত্মা লুথার বলিয়াছেন "দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দরতর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই।" বাস্তবিক রমণীর বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়ের কার্য্যে, স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে। সর্ব্বপ্রথমে একটী রমণীহৃদয় হইতেই "হস্পিটাল" বা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভাব উত্থিত হয়, —সর্ব্বপ্রথমে একটী মহিলা ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রোগীদিগের সুন্দররূপ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া যান। সেবা শুশ্রূষা দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন করিতে রমণীহৃদয়ই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর। জনৈক

মহাত্মা বলিয়াছেন "নারী ভালবাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না, সে কার্য্যে কখনও তিনি সুখ ও সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।"

জীবনের অর্থ উন্নতি, ঊর্দ্ধদিকে অবিরাম গতি, চারি দিকে অবিশ্রান্ত সম্প্রসারণ, চতুর্দ্দিকের বস্তুর সহিত অনন্ত যোগ। কিন্তু এই উন্নতি শুধু শরীর সম্বন্ধে নয়; পার্থিব বস্তুর সহিত যোগে নয়। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অতীত যে মহান্ ঈশ্বর, তাঁহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধে—সেই যোগেই আত্মার জীবন। বৃক্ষাদির জীবন যেমন তাপ, আলোক, রস ও বায়ুর উপর, পশু পক্ষীর জীবন যেমন তাহাদের আহারের উপর নির্ভর করে, আমাদের জীবনও তেমনি জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার পরম আধার সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে। তাঁহা হইতে যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা মৃত হইয়া পড়ে, উহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই পৃথিবীর অতুল ধনরত্ন, শরীরের অমিত তেজোবল, কিছুতেই প্রাণের ভিতরের গভীর হাহাকার—ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারে না, আত্মার অনাহার-জনিত মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না।

পরম দেবতা পরমেশ্বরই আমাদের জীবন-তরুর রস। সলিলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ লতা যেমন তাহার শ্যামল শোভায় ও সতেজ ভাবে এবং সুরসাল সুন্দর ফল ফুল ভরে অবনত হইয়া নয়ন মন মোহিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যে জীবন সেই প্রেমময় প্রভুর প্রেম-সলিলের নিকটে থাকিয়া সেই রস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, তাহার তেজ, স্ফূর্ত্তি, শক্তি, তাহার কার্য্যোৎসাহ ও জীবন্ত মধুর ভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে। সেই দেবানুপ্রাণিত জীবনের এমনই তেজ যে, তাহা মৃত প্রাণেও জীবন সঞ্চার করে। তাহার সংস্পর্শে যে আসে, সেই জীবন লাভ করিয়া যায়।

কোথায় জীবন, আর কোথায় মৃত্যু, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। যদি আমাদের জীবনের উন্নতি না দেখি, তবেই জানিব মৃত্যু আমাদিগকে ধরিয়াছে। যেখানে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার অভাব, সেইখানেই মৃত্যু। যেখানে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, সেখানেই মৃত্যু। যদি দেখি আমার প্রাণের সংকীর্ণতা, অপ্রেম ও স্বার্থপরতাতে আমার প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কাহারও নিকট হইতে নিজের দোষের কথা শুনিয়া আমি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছি, অন্যের কুব্যবহারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা হইলে বুঝিব আমি মরিয়াছি। যখন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া চিন্তাবিহীন মূর্খের ন্যায় অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, বুঝিতে হইবে তখন আমরা মৃত। যেখানে পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি স্থাপনের

প্রমাণ পাইব, জানিব সেখানে মৃত্যুরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যে জীবনে তেজ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, জীবনপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, ঘোর শীতলতায় হৃদয়, মন, প্রাণ অবসন্ন, সে জীবন নিশ্চয়ই মৃত। যেখানে দেখিব অন্যের দোষ দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোমলতা ও প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা আসিতেছে, নিজের দোষ সত্ত্বেও তীব্র যন্ত্রণা হইতেছে না—আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছি। যেখানে অন্যের সুখ অপেক্ষা আপনার সুখ বেশী মনে করিতেছি, সেখানে আমার মৃত্যু। যেখানে রোগে, শোকে, ঘোর দুর্দ্দিনে সেই দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, সেখানে আমার মৃত্যু। আত্মার অভ্যন্তরে সেই পরমাত্মা পরম প্রভুর সহিত যোগের অনেক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যে আমরা উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, ইহাই আমাদের ঘোর মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সহস্র বাধাসত্ত্বেও তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, কোন বাধাই তাহার সে চেষ্টা নিবারণ করিতে পারে না। সংগ্রামহীনতাই মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। আমাদের জীবনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, সংসারের সহস্র বাধা আসুক, নিজ-জীবনের উন্নতি করিবই করিব, কোন বাধাই সে উন্নতির গতি রোধ করিতে পারিবে না, সেই জীবনাধার দেবতার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ।

আমরা দেখিয়াছি, এই জীবন ভিন্ন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই—জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নাই। জীবনের গতি রুদ্ধ রাখিয়া হয় ত সংসারের দশটা স্বার্থ-বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, সাংসারিক সুখের উপকরণ সংগ্রহ ও তাহা ভোগ করিতেও পারি, কিন্তু তাহাতে চিরকাল তৃপ্তি পাইব না। ক্ষণিক শারীরিক তৃপ্তি, এবং জীবনের অসাড়তা ও মৃতভাব হেতু হয়ত আত্মার অতৃপ্তি কিছুদিন প্রকাশ পাইবে না, কিন্তু তাহা অধিক দিন অপ্রকাশিতও থাকিবে না। সব বিলাসিতা, সব স্বার্থ, সব আমিত্ব, পাপের দাসত্ব, ক্ষণিক সুখভোগ ভেদ করিয়া, আত্মার গভীর অতৃপ্তি প্রকাশিত হইবেই, সেই অতৃপ্তি প্রাণকে ব্যাকুল করিবেই। ইহাই জীবনের নিয়ম। আমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াও এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। ইহা সেই জীবন-দাতারই বিধান। জীবনের উন্নতিতেই আনন্দ ও তৃপ্তি, অভাবেই নিরানন্দ ও অতৃপ্তি।

আবার দেখিয়াছি, আমাদের শিশু সন্তান, আত্মীয় স্বজন এবং জনসমাজ উন্নত, পবিত্র ও সুস্থ করিবার ভার রমণীর উপর। জনৈক ফরাসী মহাপুরুষ (লামার্টিন) বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মূলে স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে।" কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি

যে, "যেমন তেমন" স্ত্রীলোকের শক্তিতে তাহা হয় নাই। আমাদের ন্যায় বিকৃত জীবন দ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্য হয় নাই, হইবেও না। যাহারা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। নিজের জীবন না থাকিলে অপরের জীবন লাভের সাহায্য করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইবে—জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায় উন্নত হইতে হইবে। প্রখর রবিতাপে উপযুক্ত সলিলাভাবে গাছগুলি যেমন শুষ্ক হইয়া যায় এবং জীবিত থাকিলেও তাহা যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, তাহাতে ফল ফুল ধরে না; তেমনি আমাদের প্রকৃত জীবনের অভাবে আমাদের শিশু সন্তান বালক বালিকাগণ এক একটী বিকলাঙ্গ জীব হইবে—আমাদের পরিবার সুখ, শান্তি, পবিত্রতা হারাইয়া মরুভূমি সদৃশ হইবে, তাহাতে আর সুন্দর ফল ফলিবে না। আমরা নিজের উন্নতির জন্য দায়ী, অপর সকলের উন্নতির জন্যও দায়ী। আমাদের উপর অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার সকল ন্যস্ত রহিয়াছে, অথচ প্রকৃত জীবন লাভ না হইলে তাহার কোনটীই সম্পন্ন হইতে পারে না। জীবনের বিকাশ সাধন ভিন্ন নিজের কি অপরের—কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। যদি জীবন উন্নত ও উপযুক্ত করিতে না পারি, তবে যতই কেন পরিবারস্থ সকলের জন্য ভাবি না, কাঁদি না, বা খাটি না, তাহাতে তাহাদের কোন কল্যাণই হইবে না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই না কেন, জীবনের উন্নতির অভাবে সবই বৃথা, কিছুতেই আমার বা অপর কাহারও শক্তি ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে না। তাই আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। জীবনের বিকাশ সাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে—এই অমূল্য জীবনের মূল্য বুঝিলে জীবনলাভের উপায় জানিতে কষ্ট হইবে না। এই এক আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তাহা হইতে আর সব হইবে। "যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে পথও আছে।" কিন্তু আকাঙ্ক্ষার অভাব হইলে চেষ্টা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন জীবনলাভের আশাই বা কোথায়? বিশেষতঃ এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষণ। আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনই প্রকৃতপক্ষে মৃত। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে।

জীবনদাতা দয়া করুন, আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া পরিবারে ও জনসমাজে জীবনের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কৃতার্থ হই। তিনি মহিলা জাতিকে আশীর্ব্বাদ করুন, মহিলা জাতি জীবন্ত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হউক।

শ্রীস্থ।

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন দেশে ঠিক এরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা চতুর্দ্দিকেই প্রচণ্ড আঘাত পাইতেছে, তথাচ ইহা এখনও এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের মধ্যেই এই প্রথার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

একান্নবর্ত্তিতার অনেকানেক শুভ ফল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং দুই চারিটী দোষও নেত্রগোচর হয়। নিম্ন-লিখিত গুণগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন।

৩। সমদর্শিতা।

৪। স্বার্থ-ত্যাগ।

৫। একতা।

৬। চরিত্রোন্নতি।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা। অন্ধকে হস্তধারণপূর্ব্বক চালাইয়া লইয়া গেলে, সে যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গম পথেও গমন করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ যাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহারা পরিবারস্থ পূজার্হ, জ্ঞানী ও বৃদ্ধদিগের আদেশানুসারে চলিলে সঙ্কটময় সংসারপথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। বৃদ্ধগণ বহুদর্শী; তাঁহারা এক দিকে কপটাচারী, প্রতারক, স্বার্থ-পর, দুর্নীতি-পরায়ণ, অহংকারী, নিষ্ঠুর, নীচাশয়, ধর্ম্মদ্বেষী এবং অপর দিকে ধার্ম্মিক, উদারচেতা, সরল, সাধু ইত্যাদি নানা প্রকার মনুষ্যের সঙ্গে বাস করিয়া ও ইহাদের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সংসারপথে কিরূপ ভাবে বিচরণ করিলে কীদৃশ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। এতাদৃশ বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আদেশানুসারে চলিলে চরিত্রে কোনও দোষ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আদেশ প্রতিপালনের ক্ষমতা দ্বারাই ভাবী জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তিদিগের এই সংস্কার যে, শাসনকার্য্য অতিশয় সুখজনক এবং আজ্ঞাবহন অতিশয় কষ্টসাধ্য ও দুঃখকর ব্যাপার। কিন্তু আমরা যদি মনুষ্যের কার্য্যকলাপ বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করি, তবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হইবে; কারণ শাসনকর্ত্তাকে সর্ব্বদা বহুচিন্তায় অভিভূত থাকিতে হয়। গুরুজনের আজ্ঞাপালন

করিলে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে সুরক্ষিত থাকা যায়।

যে পরিবারে সকলেই এইরূপে সম্মানার্হ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, সে পরিবারে কলহ, অশান্তি, ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না; এবং সকলেই স্বীয় স্বীয় উন্নতির সঙ্গে পরস্পরেরও উন্নতি সাধন করিতে থাকে।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন। জনক, জননী বা শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, সবিনয়ে আলাপ, নতশীর্ষে আজ্ঞাবহন, উপদেশ অনুসরণে তৎপরতা, তাঁহাদিগের সুখ সাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার, এই সকল গুণে ভূষিত হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে বিমুখ হইলে, চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। ইঁহারা নিঃস্বার্থ স্নেহাধার। সন্তানের জন্য ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন। ইঁহাদিগের ন্যায় সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী জগতে আর কেহই নাই। ইঁহারা আমাদিগের অমঙ্গল নিবারণ এবং মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। এমন হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহশীল গুরুজনের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শনে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয়, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জগতে নাই। আর যে ব্যক্তি ইঁহাদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করিতে সমর্থ হয়, সেই ধন্য—তাহারই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রীলোকমাত্রেই বিদিত আছেন যে, একটী সন্তান মানুষ করিতে কত ক্লেশ ও কিরূপ আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শরীরের রক্ত জল না করিলে একটী সন্তানও পালন করা সম্ভব নয়। যাঁহারা এত কষ্ট করিয়া লালন পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব অপেক্ষা জীবনের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

৩। সমদর্শিতা। হঠাৎ একটী মহৎ কার্য্যে উদারতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে শুভকামনার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে, হৃদয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। আত্মপর-ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য হইয়া পরিবারের সকলকে অনুরাগের চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য, নতুবা সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব। সদাশয় না হইলে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা কখনই সম্ভব নয়। সমদর্শী ব্যক্তি সকলেরই ভক্তি এবং অনুরাগ ভাজন হন। তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, উচ্চ, নীচ জ্ঞান নাই। তিনি সমভাবে সকলকে স্নেহ করেন ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন। এই জন্যই সকলে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার শত্রু বিরল, কারণ তিনি নিজে সকলের প্রতি সুহৃদ্‌ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সরল ব্যবহার করেন। যে পরিবারে সমদর্শিতা নাই,

সেই পরিবারে সুখশান্তির আশা বৃথা। সমদর্শিতা স্বকীয় এবং অপরাপর পরিবার-বর্গের সুখশান্তি বর্দ্ধনের একটী প্রধান উপায়।

৪। স্বার্থত্যাগ। তিনিই সৌভাগ্য-বান্ এবং ধন্য, যিনি অপরের সুখ সাধনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারেন; যিনি নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা অপরের সুখ বিধান করেন। তিনি পরিবারের সকলের অভাব অনুসন্ধান করিয়া, তাহা মোচনার্থ স্বীয় সর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরিবারের মধ্যে কেহ কোনও বিপদে পড়িলে, তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে বিমুক্ত করেন; কেহ পীড়িত হইলে, তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহার আরোগ্যের জন্য প্রাণপণে ক্লেশ স্বীকার করেন। যাহার ধনের সচ্ছলতা নাই, তিনি তাহাকে স্বোপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দান করেন। এই গুণটী উপার্জ্জনের জন্যই অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। স্বার্থ-ত্যাগ সমধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই ইহা এত বড় মহদ্গুণ ও সকলের এত সুখবর্দ্ধক। পরিবারের মধ্যে স্বজনবর্গের প্রতি যতই এই গভীর অনুরাগ, ততই তাহার মূলে স্বার্থ-ত্যাগ নেত্রগোচর হইয়া থাকে। মাতৃস্নেহ এত আদরণীয় কেন? কারণ মাতা সন্তানের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে সতত প্রস্তুত।

৫। একতা। একতাবিহীন পরিবার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। একতা থাকিলে সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পাদিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অভাব সুন্দররূপে পূর্ণ হয়, সুতরাং সৌভাগ্য আপনা হইতেই আগমন করে। একতা-সমন্বিত পরিবার যদ্রূপ অনায়াসে সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, একতা-সমন্বিত জাতিও তদ্রূপ ক্রমশঃ মহোন্নতি লাভ করিতে থাকে। যে জাতির পরিবারসমূহ একতাপূর্ণ, সে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একতা দ্বারা পৃথিবীতে কত প্রকার অত্যদ্ভুত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা গণনা করা অসাধ্য।

৬। নির্ম্মল চরিত্র। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও রমণীয় পদার্থ নির্ম্মল চরিত্র। বিদ্বান্ এবং ধনবান্ ব্যক্তি গভীর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মানলাভে বিফলকাম হন, চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সম্মান প্রদান করে। চরিত্র ব্যতীত শুধু বিদ্যা অথবা ধন দ্বারা মনুষ্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসভাজন হওয়া অসম্ভব। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে লোকমণ্ডলী প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করে না। ধনবান্ ব্যক্তি সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যশো-লাভ করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরাগ ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না। চরিত্রবান্ ব্যতীত অপর কেহই মানবমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা

ও বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন না। সাধুতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি, সমদর্শিতা, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, কর্ত্তব্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ অভ্যস্ত হইলে, চরিত্রের উন্নতি-লাভ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, শৃঙ্খলাপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আত্মদৃষ্টি জাগরূক থাকে; বিনীত হইবার জন্য পদে পদে শিক্ষালাভ হয়; অসৎপথে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বদাই অভিভাবকদিগের শাসনে বাস করিতে হয়। বহু-পরিবার-বেষ্টিত হইয়া বাস হেতু বহুদর্শিতা জন্মে এবং চরিত্র ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। ভাবী জীবনে উন্নতি-শৈলে আরোহণ করিবার উপযোগী গুণাবলী একান্নভুক্ত পরিবারেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। যিনি পরিবারের মধ্যে সমস্ত আত্মীয়গণের অদৃষ্টপূর্ব্ব সুখদ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত করিতে পারেন, তিনি উন্নত জীবন লাভ করিয়া, স্বদেশীয়দিগের সুখশান্তির পথ প্রসারিত করিতে সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই।

একান্নভুক্ত পরিবারের অভিভাবক যদি সদাশয়, জ্ঞানবৃদ্ধ, সরল, সমদর্শী ও নির্ম্মলচরিত্র হন এবং সুনিয়মানুসারে সকলকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবে সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখশান্তি উপভোগে সমর্থ হন; নতুবা বিপরীত ফল ফলে এবং বহুলোকের একত্র বাস নানা প্রকার অনর্থকের হেতু হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

সদুপদেশ।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

১১। যদি তোমার বন্ধুর সহিত মনান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট গমন কর এবং তোমার বিরক্তি বা বিরাগের কারণ তাঁহাকে খুলিয়া বল। এই উপায় অবলম্বন করিলে দেখিবে যে, সে মনান্তর চির-বিচ্ছেদে পরিণত হইত, তাহা গাঢ়তর প্রণয় ও বন্ধুত্বের কারণ হইবে।

বন্ধুর নিন্দা শুনিয়ে কর্ণে অঙ্গুলী দিও, শত্রুর নিন্দা-বাদেও উৎসাহ বা প্রশ্রয় দিও না।

১২। কখনও এরূপ ভাব দেখাইও না যাহাতে লোকে তোমাকে যাহা তুমি নহ, তাহা মনে করে।

১৩। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, সে পথের একমাত্র সম্বল জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ।

১৪। প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকিলে দুঃখ

দারিদ্র্যের সময় প্রসন্নতা থাকে, অতুল সম্পদের সময় মদমত্ত হইতে পারি না, এবং মৃত্যুকালেও প্রাণ হইতে আশা ও আনন্দ অন্তর্হিত হয় না।

১৫। তোমার অন্তরঙ্গ, আত্মীয় ও বন্ধু তোমার প্রতি এমন কিছু অত্যাচরণ করিতে পারেন না, যাহা অপরিমার্জ্জনীয় ও ক্ষমার অতীত।

১৬। যদি দুঃখের সময় অধীর হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের তীব্রতা দ্বিগুণিত হইবে। অতএব দুঃখের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে।

১৭। বিদ্যা ও জ্ঞান যৌবনের অলঙ্কার, এবং বার্দ্ধক্যের আনন্দ, সুখ ও শান্তি। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে ও বিদ্যালাভে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিবে।

১৮। স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করায় যে সাহসের প্রয়োজন, স্বাধীনতার সহিত চিন্তা করায় তদপেক্ষা অধিক সাহস আবশ্যক। দেখিও স্বাধীন চিন্তা হইতে বিমুখ হইও না।

১৯। অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ তোমার নিজের সুখ ও শান্তির জন্য হৃদয়ে ঘৃণাকে স্থান দিও না; যখন বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা তোমার মনের আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তখন কি তোমার মনোরাজ্যে ঘোর অশান্তির ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে না?

২০। লোকের বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ও জীবন দ্বারা যে সত্য প্রতিপাদিত হয়, তাহাই শিক্ষা করিবে। ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সুখ শান্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনপথে স্খলিতপদ না হইয়া অগ্রসর হইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে তোমার অপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই।

২১। তোমার যাহা দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে, তাহা গোপন রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করিও; দেখিবে ইহাতে তোমার হৃদয় ভারশূন্য হইবে এবং তোমার চিরাভ্যস্ত দোষ ও দুর্ব্বলতা পরিবর্জ্জনের প্রতি চেষ্টা নিয়োগ করিতে তুমি অধিকতর উৎসাহী হইবে।

এক বর্ষ।

(২৮শে কার্ত্তিক—১৩০৪ সাল)

আজ সবে এক বর্ষ
 ছাড়িয়া নন্দন বন,
আমাদের দেশে, তুমি
 আসিয়াছ যাদুধন!
এখনো মন্দার-গন্ধ
 মাখা আছে কচি গায়,
স্বরগ-শিশির-জলে
 ভিজা ভিজা আছে কোষ;
আননে জাগিছে নব
 ত্রিদিবের শশধর,
দুনয়ন শোভে দু'টি
 মানসের ইন্দীবর;

দেবতারা যত চুমা
দিয়াছিল স্নেহ-ভরে,
রয়েছে গোলাপী গালে
সেই চিহ্ন থরে থরে!
স্বরগ কাকলী মুখে
অস্ফুট আধেক ভাষা,
মধু-মাখা, সুধা-মাখা
শুনিলে মিটে না আশা!
তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি,
ধীরে ধীরে আলগুচি,
মোহিনী ভঙ্গিমা হেরি
শত ব্যথা যায় ঘুচি!
নিবা'তে এ মরমের
নিদারুণ হুতাশন,
দয়াময় বিধি বুঝি
গড়িলা ও চন্দ্রানন!
তাই
পরশি অমৃত-কণা
জুড়াইল তপ্ত বুক,
সোণালী করেছে ধরা
তোর অই সোণা মুখ!
নিখিল জগতখানি
প্রাণের সোহাগ তার
"অর্ঘ্য" রূপে দেয় নিতি
তব শিরে উপহার!
ভাঙা মেঘে রাঙা শশী
তোমা পানে চেয়ে হাসে,
উষা রাণী ফুল-মালা
তোমারে পরা'তে আসে!
তোমারে শুনা'তে, পাখী
গাহে সুললিত গান,
আমরা রাখিতে তোমা
খুঁজিয়া না পাই স্থান!—
(যবে) চাঁদিটী মুকুতা-মাঝে
সোণা হাসি উঠে ফুটি,
প্রকৃতি উল্লাস-ভরে
হেসে হয় কুটি কুটি!
"দাদায়! দাদায়!" বলি
কচি হাত ঘুরাইয়া
ডাক যবে চাঁদে, ধরা
সুখে যায় বিগলিয়া!
পরাণে অমিয় তুমি,
মরমে আশার আলো,
তরুণ অরুণ সম
মনোরম জ্যোতিঃ ঢালো।
চিরজীবী হয়ে থা'ক
জগত-নাথের বরে,
ভূতলে দেখুক স্বর্গ
তোমারে পরশি নরে!
পিতৃকুল মাতৃকুল
তো'হতে উজল হোক্,
হোন্ দৃপ্ত পরিতৃপ্ত
পরলোক-বাসী লোক;
বিদ্বান্ যশস্বী কৃতী
দেবতার ভক্ত হও,
আর কিবা দিব? মম
এই শুভাশীষ লও;
শুভ জন্মদিনে তোরে
কবিতায় গাঁথি হার
পরাইনু দীন আমি,
কি কোথা পাইব আর?

কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

জ্বরের বিষয়।

সাধারণ জ্বরের লক্ষণ।

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্তি ভাবের উদয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাব নির্গমন, এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হইলে জ্বর বলে।

সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণাবস্থা, অষ্টাহ হইতে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের মধ্যাবস্থা, ত্রয়োদশ দিন হইতে পুরাতন অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বাতশ্লেষ্মা জ্বরে বা সান্নিপাতিক জ্বরে এ প্রকার নিয়ম নহে। তৎপক্ষে সময়ে সময়ে একচল্লিশ দিন পর্য্যন্তও তরুণাবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জ্বর নানা প্রকার, তন্মধ্যে কয়েকটীর লক্ষণ ও পাঁচন নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নবস্থ জ্বরে বমন ও লঙ্ঘনাদি মহৎ পথ্য। অসহ্য ক্ষুধা হইলে শাস্ত্রোক্ত যবের মণ্ড, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে সাগু, এরারুট, এই প্রকার অতিলঘু, এমন কি লঙ্ঘনের মধ্যেই যেন গণ্য হয়, এরূপ পথ্যই বিধি। ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্য দ্বারা সকল রোগেরই নিবৃত্তি হয়।

যখন যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষঘ্ন পথ্য প্রয়োগ করিবে। যখন যে দোষের হ্রাস দেখিবে, তখন সেই দোষবর্দ্ধক পথ্য প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ্বর।

লক্ষণ—নাড়ীর তীক্ষ্ণ বেগ, হরিদ্রাবর্ণ তরল মল নির্গমন, অনিদ্রা, বমি বা বমির বেগ, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ও নাসিকায় পক্ক ব্রণ তুল্য বেদনা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখ তিক্ত ও পচা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, মূর্চ্ছা, দাহ, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু, এই সকলের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে পৈত্তিক জ্বর কহে।

পর্পটাদি পাঁচন।

ক্ষেত পাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা ও শুঠ এই সমুদায়ের পরিমাণ মিলিত ২ তোলা। এই দুই তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জল দিয়া মৃদু পাকে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া এক বা দুই বারে সেবন করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি পাঁচন।

ইন্দ্রযব, কটফল, মুথা, আকনাদি, কটকী এই সকল দ্রব্যের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পিত্ত জ্বরে পান করিবে।

ধন্যা পটোল।

ধনে ১ তোলা, পলতা ১ তোলা একত্র কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান বিধি। সামান্য সামান্য জ্বরে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

ধন্যা শর্করা।

পিত্তজ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে বা অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হইলে ধনে রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জলে কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া অল্প অল্প পান করিলে দাহাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বাতিক জ্বর।

লক্ষণ—কম্পন, নাড়ীর দ্রুত গতি, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, মাথা কামড়ানি, বক্ষোবেদনা, গাত্রবেদনা, খাদ্য ভোজনে মুখের বিরুদ্ধ আস্বাদ, মলের কঠিনতা, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বাতজ জ্বর বলে।

কিরাতাদি পাঁচন।

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, শুষ্ঠী। ইহার কাথ (পাঁচন) সেবনে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

দাস্যাদি পাঁচন।

নীল ঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামলতা, আকনাদি, শুঁঠ, বেণার মূল, চিরতা, গজপিপুল, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, মুথা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, কণ্ঠকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন।

গব্য ঘৃত গরম করিয়া ভোজন করিলে বাতিক জ্বরে অনেক উপকার দর্শে।

লবঙ্গ, গুরুচার রস, বড় এলাচি, বেল পাতার রস, মুথা, প্রত্যেকের এক কাঁচ্চা, এবং মরিচ অর্দ্ধ কাঁচ্চা, এই কয়েক দ্রব্য এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ পোয়া করিয়া খাইলে বাতিক জ্বর সারে।

কফ জ্বর।

লক্ষণ—গাত্রে কাঁটা বাহির হওয়া ও লোমাঞ্চিত-শরীর হওয়া, গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ী মৃদুগতি, মুখে মধুর আস্বাদ, মল ও মূত্র ঈষৎ শুক্লবর্ণ, দেহ ভারী, লালা বমন, অতিশয় নিদ্রা, মুখ নাসিকা দিয়া জলস্রাব, অরুচি, কাশ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কফজ জ্বর বলে।

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজপিপুল, বৃহতী, এই নিম্বাদি পাঁচন পানে কফজ্বর নষ্ট হয়।

কষায়ত্তম।

ধনে ১ তোলা, চিরতা ২ তোলা, যোয়ান ।০ সিকি তোলা, ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, গাঁটবাদ গুলঞ্চ ২ তোলা, সিনকোনা বার্ক ১ তোলা, মুথা ।।০ আধ তোলা, শুঁঠ ।০ চারি আনা, নিমছাল ।।০ অর্দ্ধ তোলা, মল পরিষ্কার না থাকিলে সোণামুখীর পাতা ৵০ দুই আনা, নচেৎ অল্প চিরতা, কটকী ।।০ অর্দ্ধ তোলা, এই ১০৵ দশ তোলা দুই আনাকে কুটিয়া

১৬০ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৷৴০ দেড় পোয়া আন্দাজ জল থাকিতে নামাইবে। পরে সমস্ত বকাল চটকাইয়া ছাঁকিয়া ফেলিবে। তৎপরে সেই ক্বাথ রোগীকে ২।৩ বারে পান করিতে দিবে। ইহা সাধারণ জ্বরে আশুফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

সন্নিপাত জ্বর।

লক্ষণ—কখন দাহ, কখন শীত, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষু ছল ছল করা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ, কর্ণের ভিতর বা মূলে বেদনা, কণ্ঠে কাঁটা বাহির হওয়া, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাশ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, এবং খুসখুসে কাশি, থুথু উঠা, মাথা চালা, তৃষ্ণা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র এবং মল অল্প ও বারবার নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কৃশ না হওয়া, কৃষ্ণ পীত মিশ্র বর্ণের গোলাকার চিহ্ন গাত্রে বহির্গত হওয়া, উদর ভারী; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সান্নিপাতিক জ্বর বলে।

বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূলের ছাল। ইহাকে দশমূল পাঁচন বলে। ইহার ক্বাথে সন্নিপাত জ্বর, কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা, ও পার্শ্ববেদনা নষ্ট করে। ইহা পিপুল চূর্ণের সহিত সেবনে কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা উপশমিত হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন।

বিল্বছাল প্রভৃতি দশমূলের দশখানা, শঠী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কটকী, এই সমুদয়ে মিলিত ছই তোলা। ইহা সেবনে সন্নিপাত জ্বর, হৃদয়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, এবং বমি নষ্ট হয়।

বাতপিত্ত জ্বর।

লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অল্প নিদ্রা, মস্তক ব্যথা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন, লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, অন্ধকার দেখা, হাইতোলা, অধিক বকুনি, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই বাতপিত্ত জ্বর কহে।

মুস্তকাদি পাঁচন।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, ধুঁদি ফুল, চিরতা, বেণামূল, রক্ত চন্দন, ইহার পাঁচন অল্প মাত্রায় চিনি যোগপূর্ব্বক সেব্য। ইহা সেবনে বাতপিত্ত জ্বর সত্বর নষ্ট হয়।

চন্দনাদি পাঁচন।

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, বেণার মূল, পলতা ও বালা, ইহার পাঁচন কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া পেয়। ইহাতে বাতপিত্ত জ্বর, বমি, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি নিবারণ হয়।

বিষম জ্বর।

লক্ষণ—জ্বর সহসা নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইলে তাহাকে বিষম জ্বর কহে।

ভার্গ্যাদি পাঁচন।

বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়,

শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, এবং দশমূলের দশখানা। ইহাদের ক্বাথে বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর, শোথ এবং অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাদি পাচন।

কণ্টকারী, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ ইহার ক্বাথ অবতরণ করিয়া ॥০ তোলা পিপ্পলী চুর্ণ যোগ করিয়া পান করিলে বিষম জ্বরাদিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

আগন্তু জ্বর।

লক্ষণ—গুরুতর আঘাতবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক শ্রমবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, ভয় ও শোকবশতঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে আগন্তু জ্বর কহে।

প্রহারোদ্ভব আগন্তু জ্বরে ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত পান ও মর্দ্দন বিধি।

সঙ্গীত।

সুরট মল্লার একতালা।

(মন) কেন ভ্রম অন্ধকারে।
(কর) ভ্রমণে বিরাম, ভাব অবিরাম,
ভবারাধ্য সারাৎসারে॥
(ওরে) অতি ভয়ঙ্কর সংসার কানন,
পদে পদে হয় পদের স্খলন,
মায়াময় রাজ্যে রিপুদস্যুগণ,
সদা পথিকে সংহারে॥
কুমতি কণ্টক লতাতে বেষ্টিত,
অভ্রভেদী পাপ বৃক্ষ আছে কত,
তার মাঝে মাঝে কূপ শতশত,
পূর্ণিত কাল ভুজঙ্গে,—
(আবার) বিশ্বাস করিয়ে যাহাদের সঙ্গে,
ভ্রমিছ বিপিনে প্রণয়প্রসঙ্গে,
তারা তোমার নয়, জানিবে নিশ্চয়,
মিত্রভাবে শত্রু ফিরে॥
সময় পাইলে, সেই রিপু (শত্রু) ছয়জন,
করিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ,
শেষেতে অবশ্য বধিবে জীবন,
কে রাখিবে সে সময়ে?
এখনও দেহেতে আছে ভব বল,
বশীভূত আছে ইন্দ্রিয় সকল,
এই বেলা মন হরি হরি বল,
অন্তিমে সম্বল হবে।—
যমযুদ্ধে যদি জয়ী হবি মন,
নাম ব্রহ্ম অস্ত্র কর রে ধারণ,
অস্ত্রের প্রভাবে, পরাজিত হবে,
রবিসুত তখন রে॥
সম্মুখেতে তব ভীষণ আঁধার,
ঘোর ভবসিন্ধু তাহাতে আবার,
শ্রীহরি কাণ্ডারী, হরি-নামের তরী,
ধর্ম্মধন রাখ গোপনেতে ভরি,—
নবীন বলে মন ত্যজ কুসঙ্গ,
জ্ঞানালোক পাবে কর সাধু সঙ্গ,
বৈরাগ্য অসিতে কর শত্রু ভঙ্গ,
যদি হেরিবে সে পরাৎপরে॥

রত্ন।

(৩৮৫সংখ্যা—৩২১পৃষ্ঠার পর)

পুষ্পরাগ।

ইহাকে পদ্মরাগও বলা যায়। ইহা লোহিত, পীত, নীল ও শুভ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পীতবর্ণ পুষ্পরাগ বৃহস্পতির প্রীতি ও বুধের শান্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই মণি হীরক অপেক্ষা অল্প কঠিন এবং কেবল হীরক দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে। ইহার গুণ অম্লত্ব, শীতত্ব, বাতনাশিত্ব, দীপনত্ব এবং কান্তিপ্রজ্ঞাকারিত্ব। যে সকল পুষ্পরাগ উত্তম পীতবর্ণ, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ঘনকান্তিবিশিষ্ট ও নির্ম্মল, তাহারাই ব্যবহারোপযোগী। শোণ পুষ্পসদৃশ-সুন্দর, স্বচ্ছ ও চিক্কণ হইলে তাহা পরম হিতকর। যে পুষ্পরাগ কৃষ্ণবিন্দু-অঙ্কিত, রুক্ষ, শ্বেত, মলিন, লঘু, দীপ্তিহীন ও কর্কর-যুক্ত, তাহা ব্যবহার করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পুষ্পরাগ অনেক দেশে জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ জাত পুষ্পরাগ মণিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পরীক্ষা।—জাত্য পুষ্পরাগ হইলে তদ্বারা স্ফটিক বিদীর্ণ করা যায় এবং কষ্টি প্রস্তরে ঘর্ষিত হইলে উহা অধিকতর দীপ্তিমান্ হয়।

হীরক।

ইহা সমস্ত রত্ন অপেক্ষা কঠিন এবং তন্নিমিত্ত ইহার অপর নাম বজ্র। ইহা শ্বেত, লোহিত, হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের হইয়া থাকে, এবং স্বভাবের রসায়নক্রিয়ার একটী অনুপম দৃষ্টান্ত; যেহেতু যে উপাদানে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, সেই উপাদানে হীরকও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা এত কঠিন যে, কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় না। হীরক কেবল হীরক দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। গুরুত্ব অন্য রত্নের একটী প্রধান গুণ, কিন্তু লঘুত্ব হীরকেরই শুভ লক্ষণ। সূর্য্যরশ্মি অন্যান্য রত্ন ভেদ করে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হীরকে কেবল মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। বোধ হয় পার্থিব পদার্থের মধ্যে ইহার সদৃশ সুন্দর ও চাক্-চিক্যশালী আর কিছুই নাই। ইহা শুক্রের প্রীতি ও শান্তি উভয়ের নিমিত্ত প্রশস্ত। (ক্রমশঃ)

হিমালয় দর্শন।

হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং প্রকৃতির অসীম লীলাক্ষেত্র। দূর দেশ হইতে বিদেশীয় পর্য্যটকগণও আসিয়া হিমালয় দর্শনে আপনাদিগের নয়ন সফল করিতেছেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি হিমালয় ও ইহার স্বর্ণোজ্জ্বল

মুকুট কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার চক্ষু ধারণ করা বৃথা। হিমালয়ের দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য ও বর্ণনার অতীত। চিরদিন কবিগণ ইহার সৌন্দর্য্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধকগণ ইহার কন্দরে যোগ তপস্যা করিয়া ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলেন। হিমালয়ের অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্বরূপ "হিমালয় দর্শন" নামে সংস্কৃত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতা সকলের বাঙ্গালা অনুবাদও দিয়াছেন। আমরা পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ কয়েকটী সানুবাদ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবি হিমালয়ের নমস্কার স্থলে ইহার মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন:—

ব্যাপ্য স্থিতঃ স্বশিরসা শশিসূর্য্যলোকং
পাদেন নাগভুবনং বপুষা দিশো যঃ।
আশ্চর্য্যজাতমখিলং মিলিতঞ্চ যত্র
বন্দে বিরাড় বপুষমীশমহং গিরীণাং॥

যিনি মস্তকদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যলোক, পদদ্বারা নাগলোক এবং দেহায়তনে দশ দিক্ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান; জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু যে স্থানে সম্মিলিত, সেই বিরাট্মূর্ত্তি গিরিরাজ হিমালয়কে নমস্কার।

ঝঙ্কারিনির্ঝরশতানি যদীয়মুচ্চৈ
রুদ্ঘোষয়ন্তি জয়শব্দমনন্তবিশ্বে।
যঃ শ্বেতচামরশতৈরিব শারদাভ্রৈঃ
সংবীজ্যতে তমহমদ্রিপতিং নমামি॥

গগনভেদী ঝঙ্কাররবে শত শত নির্ঝরমালা অনন্ত বিশ্বমধ্যে যাঁহার জয় বিঘোষিত করিতেছে, শরদের শুভ্র মেঘখণ্ড সকল শত শত শ্বেত চামরের ন্যায় যাঁহাকে বীজন করিতেছে, সেই গিরিনাথ হিমালয়কে নমস্কার।

যৎ কীর্ত্তিতোঽয়ং কিল 'দেবতাত্মা'
সত্যং হি তম্মাত্র বিকল্পলেশঃ।
পাপং মনো মে কথমন্যথেমং
দৃষ্ট্বৈব জাতং বিরজঃ প্রফুল্লম্॥

কবিরা এই হিমালয়কে যে দেবতাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে কথা সত্য; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইনি যদি দেবতা না হইবেন, তবে ইহাকে দেখিবামাত্র আমার পাপকলুষিত চিত্ত এরূপ নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হইল কেন?

হিমালয় মেঘের রাজ্য। এখানে মেঘে মস্তকের উপর আকাশ রচনা করে, আবার পদনিম্নে আকাশের ভ্রম জন্মায়। মেঘ সকল চারি দিক্ হইতে আসিয়া গাত্র স্পর্শ করে এবং গৃহের মধ্যে ধূম্রের ন্যায় প্রবেশ করে। কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা করিতেছেন।

অসৌ গিরির্ব্বারিদজন্মভূমিঃ
অনন্তমেঘাদিবিহারভূমিঃ।

মেঘপ্রবেশস্থ নিবারণায়
রুদ্ধেষু গেহেষু জনা বসন্তি ॥

এই হিমালয় মেঘের জন্মভূমি এবং অনন্ত মেঘমালার লীলাক্ষেত্র। মেঘ প্রবেশ নিবারণ করিবার জন্ত এ স্থানের লোকেরা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া বাস করে।

অধস্তলং শারদবারিবাহৈঃ
শুক্লীকৃতং ভাতি নভো যথৈব।
গৌরীগুরোর্ভক্তিভরেণ মন্যে
পদস্য মূলে পতিতং নভোঽস্য ॥

ইহার অধোদেশ শারদীয় মেঘমালায় শুভ্রবর্ণ হইয়া ঠিক্ আকাশের ন্যায় দেখাইতেছে ; যেন আকাশ ভক্তিভরে এই গৌরীপিতা হিমালয়ের পদতলে পতিত হইয়াছে।

অস্মিন্ গিরৌ কুজ্ঝটিভিঃ সমন্তাৎ
সমাবৃতে তির্য্যগধস্তথোর্দ্ধং।
একার্ণবে ভাতি যথা নিমগ্নং
সাকাশপাতালমশেষবিশ্বং ॥

এই ভূধরের অধোভাগ, উর্দ্ধভাগ ও তির্য্যক্ সমস্তই যখন কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়, তখন জ্ঞান হয়,—সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে ডুবিয়াছে, আকাশ পাতাল সকলি একাকার।

হিমালয়প্রদেশবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্য, বল ও সুখসচ্ছন্দ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

অস্মিন্ হিমাদ্রৌ বসতাং শরীরং
হৃষ্টঞ্চ পুষ্টঞ্চ নিরাময়ঞ্চ।
সুশিক্ষিতাক্রুগ্নবিশীর্ণদেহাৎ
বরং হি মূর্খা অপি পার্ব্বতীয়াঃ ॥

এস্থানের অধিবাসীরা সদাই নীরোগ, হৃষ্ট পুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত। এই সকল পার্ব্বত্যজাতি অশিক্ষিত হইলেও, রুগ্ন ও ভগ্নদেহ সুশিক্ষিত সভ্যগণ অপেক্ষা সুখী।

দৃঢ়া বলিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ স্ত্রিয়শ্চ
নিধায় পৃষ্ঠে বৃষবাহ্যভারান্।
নতোন্নতান্ দুর্গমশৈলমার্গান্
ক্রামন্তি দূরানবলীলয়ৈব ॥

স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা এক এক জন এক একটী বলদের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া, বন্ধুর, দুর্গম, সুদূর পার্ব্বত্য পথ সকল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে।

যেষাং সকৃদ্দর্শনমাত্রমেব
শিরো বিঘূর্ণত্যতিভীষণত্বাৎ।
অহো সহেলং গিরিসঙ্কটানি
তীর্য্যন্তি বালা অপি পার্ব্বতীয়াঃ ॥

যে সকল ভীষণ গিরিসঙ্কটের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়, পার্ব্বত্য শিশুরাও সে সকল গিরিসঙ্কট অনায়াসে পার হইতেছে।

হিমালয়ে উদ্ভিদরাজি ও জলস্রোতের কেমন আশ্চর্য্য শোভা বর্ণিত হইতেছে :—

অস্মিন্ গিরৌ নিত্যফলপ্রসূনাঃ
বৃক্ষলতা নিত্যনবীনপত্রাঃ।
বহন্তি নিত্যং শতনির্ঝরীণাং
ধারা প্রবাণামিব রাজতানাং ॥

এ স্থানে বৃক্ষ ও লতার নিত্যই ফল

পুষ্পের শোভা, নবপল্লবের শোভা নিত্য নিত্য, দ্রবীভূত রজতধারার ন্যায় শত শত নির্ঝরধারা এ স্থানে নিত্যই প্রবহমাণ।

যুগান্তরাণামপি সাক্ষিণোঽস্মিন্
শালা বিশালাঃ সুরদারবশ্চ।
উদ্বাহবো যোগিজনা যথৈব
প্রসার্য্য শাখা ইব যোগমগ্নাঃ॥

এই পর্ব্বতে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ও দেবদারু দৃষ্ট হয়; এই সকল বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন যুগযুগান্তরের সাক্ষিস্বরূপ; ইহারা উর্দ্ধে শাখা বিস্তার করিয়া যেন উর্দ্ধবাহু যোগিগণের ন্যায় মহাযোগে মগ্ন হইয়া আছে।

হিমালয়ে এক সময়ে কত প্রকার বিচিত্র দৃশ্য, তাহা এখানে চিত্রিত হইয়াছে:—

ক্বচিৎ তুষারৈশ্চিরদুর্গমোঽয়ং
সুখেন গম্যঃ ক্বচিদেষ জীবৈঃ।
অহো বিচিত্রং! সমমেব ধত্তে
ঘনান্ধকারাতপবর্ষণানি॥

কোন স্থান চিরতুষার-রাশি-সমাবৃত, প্রাণিমাত্রেরই অগম্য; কোনও স্থানে জীবগণ সুখে বিচরণ করিতেছে। একই সময়ে দেখিতে পাইবে,—কোনও স্থানে ঘোর মেঘান্ধকার, কোথাও রৌদ্র, কোথাও বৃষ্টি, অহো কি আশ্চর্য্য

ন চোচ্চতায়াঃ নচ নিম্নতায়াঃ
বিচিত্রতায়াশ্চ ন যত্র সীমা।
একত্র বৈচিত্র্যমশেষরূপং
দ্রষ্টুং বিধাত্রা কিমু নির্ম্মিতোঽয়ং॥

এই হিমালয়ের উচ্চতারও সীমা নাই, নিম্নতারও সীমা নাই, বিচিত্রতারও সীমা নাই। আহা! বিধাতা সকল প্রকার বৈচিত্র্য এক সঙ্গে মিলিত দেখিবার জন্যই কি ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

কাঞ্চনজঙ্ঘা কবির তুলিকায় এইরূপ লোকাতীত সৌন্দর্য্যে চিত্রিত:—

উদীয়মানারুণরাগরক্তঃ
কর্পূরগৌরো ধবলাচলোঽয়ম্।
বিশ্বেশ্বরী-ব্রহ্মময়ী-জনন্যাঃ
ভাতি জ্বলৎ স্বর্ণময়ীব মূর্ত্তিঃ॥

কর্পূরের ন্যায় বিশুভ্র এই ধবলাচল যখন নবোদিত অরুণালোকে রঞ্জিত হয়, তখন মনে হয়, যেন বিশ্বেশ্বরী ব্রহ্মময়ী মার জ্বলন্ত স্বর্ণময়ী প্রতিমা শোভা পাইতেছে।

বিদ্যোতিতশ্চন্দ্রমরীচীজালৈঃ
আভাতি রাত্রৌ ধবলাচলোঽয়ং।
পুঞ্জীকৃতানন্তনিরঙ্কচন্দ্রা
সৃষ্টির্বিধেঃ স্বপ্নময়ীব কাপি॥

রাত্রিকালে এই ধবলাচল যখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন অনন্ত কোটী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র স্তরে স্তরে পর্ব্বতাকারে রাশীকৃত!!! যেন বিধাতার কি এক অনির্বচনীয় স্বপ্নময়ী সৃষ্টি!

হিমালয় সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য প্রচার এবং ভারতের মহিমা ঘোষণার জন্য দণ্ডায়মান, কবি এই ভাবে বলিতেছেন:—

অকথ্যসৌন্দর্য্যলবং যদঙ্গাৎ
ত্বং মোহনং রূপমিদং বিভর্ষি।
অনন্তসৌন্দর্য্যমহানিধিং তং
জগৎপতিং দর্শয় শৈল! মহ্যম্॥

হে ভূধর! তুমি যাঁহার অঙ্গের কণামাত্র সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া এই ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়াছ, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মহানিধি ব্রহ্মাণ্ডপতিকে আমায় দেখাও।

শৈলেশ কিং ভারতভূমিমাতুঃ
মহামহিম্নো ধ্রুবলোকমধ্যে।
বিঘোষণার্থং শির এবমুচ্চৈঃ
কৃতং ত্বয়া দারিতসপ্তলোকং॥

হে শৈলরাজ হিমালয়! জননী ভারতভূমির মহান্ মহিমা ধ্রুবলোকমধ্যে ঘোষণা করিবার জন্যই কি তুমি মস্তক এত উচ্চ করিয়াছ? তোমার মস্তক কি তাই সপ্ত লোক ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে?

হিমালয়-দর্শন কবিরত্ন মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির অন্যতম নিদর্শন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত এবং অন্তঃকরণ সদ্ভাবে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

কলালাপ।

(৩৮৮ সংখ্যা,—২৫ পৃষ্ঠার পর)

১৩। তর্কু কর্ম্ম,—টেকো দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করার নাম তর্কু কর্ম্ম। পূর্ব্বকালে কি ভদ্র, কি ইতরবংশীয়া প্রাচীনা স্ত্রীগণ টেকো দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেন। সেই সূত্র দ্বারা চিক্কণ বস্ত্র নির্ম্মিত হইত এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া প্রাচীনাগণ স্বহস্ত-নির্ম্মিত সূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপবীতও প্রস্তুত করিতেন। এককালে ঢাকা অঞ্চলে এই তর্কু কর্ম্মের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মলমল খাস্, জগন্নাথ মস্‌লিন্ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যে সূত্রে নির্ম্মিত হইত, সেই সূত্র বালিকা ও কিশোরীগণ ভিন্ন অন্যে প্রস্তুত করিতে পারিত না। সমস্ত দিবসের মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণের কয়েক দণ্ড মাত্র ঐরূপ সূত্র নির্ম্মাণের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল বস্ত্রের সূক্ষ্মতার বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক খান কাপড় একটী অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া যাইতে পারিত এবং রাত্রে ঐ বস্ত্র অনাবৃত স্থানে রক্ষা করিলে প্রাতে উহা শিশিরে অদৃশ্য হইয়া যাইত। উহার এক একটী থান সহস্রাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হইত। কোন সময়ে সপ্তস্তরে তাদৃশ বস্ত্র পরিধান করিয়া আরঙ্গজেবের পুত্রী রোসিনারা পিতার সম্মুখীন হইলে পিতা তাঁহাকে নগ্না বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে অপূর্ব্ব সূত্রশিল্প ভারতে অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা ছিল, বিলাতী সূত্র ও বস্ত্রের আমদানীতে তাহাও গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের উপবীত পর্য্যন্তও বিলাতী বাণ্ডিলের সূতায় প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা ইছাপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণবংশীয়া রমণীদিগের উপবীত প্রস্তুত করায় বড়ই আমোদ ছিল। নিজে নিজে সূতা কাটিতেন এবং সেই সূতায় উপবীত নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। কখন কখন শতাধিকহস্তমিত একটী একটী উপবীত বড় এলাচির খোসার মধ্যে স্থাপন করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে উপহার প্রদান করিতেন। এখন তকু-সূত্র দ্বারা দেশের বস্ত্রাভাব দূর করা অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষায় মহা ব্যস্ত, তাঁহাদের অন্ততঃ উপবীতগুলি দেশীয় তকু সূত্র দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টা করা উচিত।

১৭। তক্ষণ,—এই শব্দের প্রকৃত অর্থ রেঁদা দ্বারা কাষ্ঠ পরিষ্কার করা। রেঁদা সূত্রধরের অস্ত্র, এই জন্য তক্ষণশব্দে এক্ষণে সূত্রধরের সমস্ত কার্য্যই বুঝাইয়া থাকে। মনুষ্যসমাজে তক্ষণ প্রধান ও প্রয়োজনীয় শিল্প। মানবসমাজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তক্ষণ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি সম্রাটের ইন্দ্রভবন, তক্ষণকার্য্যের কিছু না কিছু নিদর্শন না আছে, এমন গৃহই নাই। তদ্ব্যতিরেকে পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই তক্ষণ দেদীপ্যমান। অতএব সূত্রধর জাতি জনসমাজের বিশেষ আদরণীয় ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেশীয় সূত্রধরের বড়ই দুরবস্থা। কলিকাতাবাসী ২।০ ঘর সূত্রধর ব্যতীত মফঃসলে ঐ জাতির গৃহে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ঐ জাতির অমিতব্যয়িতা চিরপ্রসিদ্ধ। অন্যজাতীয় গৃহস্থের গৃহে অপব্যয়ের লক্ষণ দেখিলে, লোকে ছুতরের ঘরের সঙ্গে তাহার তুলনা করে। ঘরে একদিনের উপযুক্ত চাউল নাই, অথচ সূত্রধর একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন এবং তাহার উপর আরও কিছু কর্জ্জ করিয়া প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য ক্রয় পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে গৃহে ফিরিল। সূত্রধরগৃহিণী কাঠা পালি হাতে করিয়া চাউল ধার করিতে বাহির হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই শুনা যায়। সহর অঞ্চলের সূত্রধরদিগের ঐরূপ অপব্যয়ের উপর পানদোষ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর দোষ আছে। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা ভরসা করি, দেশীয় মেলা মহোৎসবের অধ্যক্ষগণ ঐ জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষেও দৃষ্টি রাখিবেন।

১৮। বাস্তুবিদ্যা,—ভদ্রাসন ভূমির শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্র। যে কারণে দেশীয় জ্যোতিষ মুমূর্ষু, সেই কারণেই বাস্তুবিদ্যা লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বকালে কোন স্থানে ভদ্রাসন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাস্তুবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা অগ্রে ভূমির

পরীক্ষা করান হইত। এরূপ শুনা যায়, ভূমির নিম্নে কৃষ্ণমার্জ্জার, কৃষ্ণাশ্ব, পেচক প্রভৃতি প্রাণীর অস্থি নিহিত থাকিলে ঐ ভূমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইত না। কখন বা ঐ সকল অস্থি উদ্ধার করিয়া ভূমিকে পরিশুদ্ধ করা হইত। গৃহস্থের গৃহে নিরন্তর বিবিধ উৎপাত ও অমঙ্গল সংঘটিত হইতে থাকিলে, গৃহ-ভূমির নিম্নে ঐরূপ কোন অশুভজনক পদার্থ আছে, এরূপ অনুমান করা হইত। বাস্তবিৎ পণ্ডিতগণ, ঐ পদার্থ বাটীর কোন্ দিকে কত মাটীর নীচে আছে, তাহাও বলিয়া দিতে পারি-তেন। এতদ্ব্যতীত বাস্তুভূমি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে বিবৃত আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঐ শাস্ত্র কুসংস্কার-মূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় এখন আর উহার নামও শুনা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষ এইরূপে অশ্রদ্ধাস্পদীভূত হইয়াও পুনরায় অল্প অল্প জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে! তাহার কারণ, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ইংরাজের কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস হইয়াছে। ঐরূপে বাস্তবিদ্যাতেও যে দিন ইংরাজের বিশ্বাস জন্মিবে, সেই দিন আমরাও আবার শ্মশান হইতে বাস্তবিদ্যার শব টানিয়া গৃহে আনিব এবং পরম যত্নে তাহাতে জীবনসঞ্চারের চেষ্টা করিব। শ্রীপঞ্চমী মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন না কেন?

১৯। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ জ্ঞান এবং আকর জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ কলাই এক শ্রেণীর বিদ্যা। প্রথমোক্ত তিনটী বিদ্যা এ দেশীয় স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক্‌দিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অধুনা অন্যান্য জাতীয় অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিও ঐ বিদ্যা অল্প স্বল্প শিক্ষা করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবসায় করিতে-ছেন। দেশীয় স্বর্ণ-রৌপ্য-রত্ন-ব্যবসায়ি-গণের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের সীমা যতদূর,—ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ও সেই সীমার মধ্যেই চলিতেছে—কদাচ তাহা অতি-ক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহারা যদি ২০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণকে ২৫৲ বা ১৫৲ টাকার বলিয়া বুঝেন, আমাদিগকেও তাহা সেই সেই মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বসাধারণেরই ঐ সকল বিদ্যায় এক প্রকার জ্ঞান থাকা উচিত; কেননা গৃহস্থমাত্রেরই ঐ সকল বস্তুর সহিত অল্প বিস্তর সম্বন্ধ আছে। "আকর জ্ঞান"—এই বিদ্যাটী এ দেশে লোপ পাইয়াও এখন ইউরোপ আমে-রিকার সভ্যদেশ সকলে একটী প্রধান বিদ্যারূপে আদৃত হইয়াছে। অনেকে ঐ বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিতেছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃদঙ্গার, পারদ, হরি-তাল, লবণ, তাম্র, অভ্র, হীরক, অয়স্কান্ত, স্ফটিকাদি মণিগণ, চূর্ণপ্রস্তর, স্লেট্ প্রস্তর ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ ভারতের ভূগর্ভে জন্মিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা এ দেশের খনি হইতে ঐ সকল পদার্থ

উত্তোলন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে; —কিন্তু আকরজ্ঞান না থাকায় ভারতবাসিগণ "ভ্যাভ্যা গঙ্গারামের" ন্যায় তাহা কেবল চাহিয়া দেখেন। কেহ কেহ বা খনিজসংগ্রাহক কোম্পানীর দপ্তরে কেরাণিগিরি করিয়া উদর পোষণ করেন। বরাকরের কল কারখানা কিরূপ কাণ্ড এবং তথায় কি হইতেছে, কেহ তাহার সংবাদ রাখেন কি? ইউরোপীয় খনিজ বিদ্যারূপ "হাড়গিলে" পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে তত্রত্য পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া মিশ্র ধাতুপিণ্ড প্রদান করিতেছে এবং সেই ধাতুপিণ্ড সকল ঐ কারখানায় গালাই হইয়া বিভিন্ন ধাতুরূপে পরিণত হইতেছে! বর্ত্তমান কালে বিলাতই লক্ষ্মী সরস্বতীর বিলাসক্ষেত্র,—তথায় ঐ সকল বিদ্যারই বিলক্ষণ চর্চ্চা আছে। সিবিলিয়ান্ হইতে—ব্যারিষ্টার হইতে এ দেশের অনেকেই বিলাত গিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষি, শিল্প, ধাতু ও মণিবিদ্যা, খনিজবিদ্যাদি শিক্ষা করিতে এদেশের কয়জন বিলাত গিয়া থাকেন? যে কয় জন কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শুরুমহাশয়গিরি—কেহ কেহ কেরাণিগিরি করিতেছেন। একজন বুঝি জমীন্দারের ম্যানেজার হইয়াছেন। যত দিন এ দেশীয়গণের বিলাতগমন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিনের মধ্যে শুনিতে পাই, একজন মাত্র জমীন্দারপুত্র খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শিখিলে কি হয়, দেশে আসিয়া যে জমীন্দার,—সেই জমীন্দার! যেমন একের পোষাক অন্যের শরীরে খাটে না, তেমনি বোধ হয়, বিলাতের বিদ্যা এ দেশে ফলবতী হইবে না। যখন এককালে এ দেশে ঐ সকল বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এদেশীয়গণ অবশ্যই উহার ফল ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ ঐ সকল মরা বিদ্যাকে আর একবার বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিদেশীয় রাজনীতির মরীচিকাময় মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই দিকে আসুন।

২০। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ,—যে শাস্ত্র দ্বারা তরু-গুল্ম-লতার রোগ নির্ণয় ও তৎপ্রতীকার করা যায়, তাহার নাম বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ। ইহা কৃষিবিজ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান বিশেষ। কৃষিকার্য্য ও উদ্যানকার্য্যের উন্নতিকল্পে উহা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, তাহা উহার নামদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতীয় লোক সমাজ এককালে যে কি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদির নামগুলিই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে দেশীয় কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবং কতিপয় শিক্ষিত বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টি সহকারে দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয়

কৃষির উন্নতি সাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রগুলির আবিষ্কার ও প্রচার বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন অপরাহ্নে গঙ্গার বালুকাময় পুলিন-প্রদেশে তেজকুমার নামক এক বয়স্থ যুবা ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিল। গঙ্গার তটস্থ ভূমির চারি পাশে বিবিধ কুসুমতরু ও রমণীয় উদ্যান-বৃক্ষ রোপিত। তটস্থ কুসুমোদ্যানে ভ্রমরা-গুঞ্জনের সঙ্গে মৃদু-সমীর-সঞ্চালিত লতিকা-দামের মৃদু নিনাদ উত্থিত হইতেছিল। কপোতাক্ষি গঙ্গাবাপের জলে পূর্ণ-যৌবনার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলে কূলে বহিয়া যাইতেছিল।

তেজকুমারের মনে আজ একটি বহু-দিনকার পুরাণ স্মৃতি জাগরিত—আজ তাঁহার মন একটি সুখের ভাবনায় নিমগ্ন। তেজকুমার সুখের আতিশয্য বশতঃ কখন দ্রুত-পাদক্ষেপে, কখন বা মৃদু পাদসঞ্চালনে চলিতেছে, কখন বা কুসুম তুলিতে গিয়া রোরুদ্যমান প্রজাপতিকে ধরিয়া ফেলিতেছে, কখন বা ভ্রমরকে উড়াইতে গিয়া নবপল্লবিত শাখা ভাঙ্গিয়া আনিতেছে। তখন তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন ও উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত ছিল, সহসা কুসুমসন্নিভ একটি বিষাদময়ী বালিকামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজকুমার বালিকার মুখে আজ এক নূতনতর দুঃখের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়া করুণ স্নেহের কণ্ঠে কহিল "সেফালি! তুই কি আর কখনও হাস্‌বি না?" বালিকা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সে হাসি বিদ্যুতের ন্যায় একবার জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। বালিকা চোখের জল সামলাইতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল "দাদা! তুমি শীঘ্র এস, বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

তেজকুমার বালিকার সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার কম্পিত অধর কারণ জিজ্ঞাসা করার অগ্রেই তাহার পিতা পিনাকী কহিলেন "অদৃষ্টের লিপি কেহ কোন দিন খণ্ডন করিতে পারে না, অতএব শীঘ্র জন্মভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হও।"

তেজকুমারের বুঝিতে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না। সে ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত রহিয়া কহিল, "আমি প্রস্তুত আছি।"

সেফালিও এতক্ষণ হেম-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহার বিষাদক্লিষ্ট পাণ্ডু মুখের উপর সন্ধ্যার কিরণ খেলা করিতেছিল, সন্ধ্যার বাতাসে তাহার শিথিল অঞ্চল দুলিতেছিল, চুলের ঝাপটা নড়িতেছিল। পিতা তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন "কি দেখিতেছ, প্রস্তুত হইয়া আইস।" গৃহের চারি দিকে বন্য পাদপাবলি নুতন কিশলয়ে সজ্জিত হইয়াছিল, রসাল তরুনিচয় সুরভি মুকুলাঙ্কুর প্রসব করিতেছিল, বালিকা তাহাদের প্রতি একবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "চলুন, আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশ বড় মেঘাচ্ছন্ন, সন্ধ্যাতারা একবার জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন শিলাঘাত ও বজ্রপাতের ভয়ে প্রাণ সশঙ্কিত। একটি বিস্তৃত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে।

এই ঘোর ভয়াবহ সময়ে এই দুর্গম বনপথে তিন জন মনুষ্য দ্রুতবেগে চলিতেছিল। প্রতিপদে তাহাদের পদস্খলন হইতেছে, দণ্ডে দণ্ডে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহারা চলিতেছে। হায়! আজ তাহারা আশ্রয়শূন্য পর দেশের অপরিচিত পথিক, এ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে কে আশ্রয় দিবে? সেই সময় বজ্রনাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের ধ্বনি ধ্বনিত হইল। তাহাদের পার্শ্ব দিয়াই ভীমবেগে বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, অমনি ভয়বিহ্বলা সেফালি বজ্রমুষ্টিতে দাদার হস্ত ধরিয়া কহিল "বড় ভয় করে।" তেজকুমার এক হাতে ভগ্নীর হস্ত, অপর হাতে পিতার হস্ত ধরিয়া কহিল "ভগবান্ সহায় হও, এ ভীষণ দুর্দ্দিনে কি আমাদের কোথাও আশ্রয় নাই?—একটিও বন্ধু নাই?"।

"হাঁ আছে, এই দিকে এস, এখনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার তোমাদের জন্যই উন্মুক্ত।"

এই দুর্দ্দিনে দুঃসময়ে বিযাম রজনীতে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে এই কোমল মনুষ্যকণ্ঠ তাহাদের কর্ণে দেবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইল। সহসা ঈশ্বরের প্রসাদস্বরূপ তাহাদের সম্মুখে বিদ্যুদালোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই স্বর্গীয় আলোক একটি কুটীরের মুক্ত দরজা দেখাইয়া দিয়া গেল। তাহারা তন্মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞহৃদয়ে সানন্দচিত্তে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল। কুটীরের কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকে একজন তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিল।

সে রজনী প্রভাত হইল। প্রকৃতি যেন রণরঙ্গে সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিতে করিতে এখন প্রভাতের বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষের একটি লতাও নড়িতেছে না,

একটি পাতাও ঝরিতেছে না, সমস্ত কানন নিস্তব্ধ—নীরব। কুটীরের পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া তেজকুমার ও তাহার পিতা গভীর চিন্তামগ্ন। সেফালি কেবল শুষ্ক অধরে ঈষৎ হাসিরেখা অঙ্কিত করিয়া নিরতিশয় আনন্দ উৎসাহে চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ শান্তবদনা প্রকৃতিকে সে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। সেই নিবিড় বনস্থলী সুন্দর শৈলমালায় সমলংকৃত। একটি ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মের নিম্নদেশে বিষাদিনীর ক্ষীণ আশার ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছিল। সেই চঞ্চল নদীবক্ষে প্রকৃতির অঙ্গচ্যুত অলঙ্কারের ন্যায় বিকসিত শ্বেত পুষ্পনিচয় নিপতিত হইয়া ভাসিয়া যাতেছিল।

এই গিরিবর্ত্মের নিম্নভূমিতে কি জীবন্ত শান্তি, কি স্বর্গীয় মধুরতা! সেফালি ধীরে ধীরে গিয়া সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সৌন্দর্য্যরাশির উপর উপবেশন করিল, তাহার চারি পাশে ছোট ছোট বৃক্ষগুলি ফুটন্ত কুসুমভারে সজ্জিত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলভার বহন করিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতার পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আজ এই শান্ত প্রভাতে সকলি আর্দ্র, সকলি পরিম্লান। দেখিতে দেখিতে বালিকার ম্লান বদনও চক্ষুজলে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার কহিল "পিতঃ! তুমি কি সন্ন্যাসীকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলে?

পিনাকী। হাঁ, এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বে আমাকে হঠাৎ পলায়নের পরামর্শ দেন।

তেজ। তিনি আরও কি কিছু বলিয়াছিলেন?

পিনাকী। এ বনবর্ত্মে প্রবেশ করা তাঁহারই আদেশ।

তেজ। এ কুটীর কি তাঁহারই?

পিনাকী। জানি না।

তেজ। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে সন্ন্যাসী কোথায় অন্তর্হিত হইলেন?

পিনাকী। তাহাও বলিতে পারি না।

তেজ। তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিয়াছ বলিয়া তোমার প্রতীতি হয় না?

পিনাকী। না, তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তেজ। বন্দুকের গুলি বোধ হয় আমাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিল।

পিনাকী। শুনিয়াছি সেই দুর্দ্দান্তই আমাদিগের পথরোধ করিবার জন্য স্থানে স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছে। কল্যকার অন্ধকার অরণ্যগর্ভে যদি আমরা অতর্কিতভাবে নিহত হইতাম, তবে আর কে জানিতে পারিত? চক্রীর চক্র এমনি ভয়ানক!

তেজ। কি আশ্চর্য্য! সেফালি স্বর্গের পরী হইয়া সেই বিষম নরককুণ্ডে নিপতিত হইবে? রমণী-মনের কি অপ্রতিহত বেগ!

উষাকল্প শশীর ন্যায় সেফালির পাণ্ডু মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পিনাকী কহিলেন, অমর-বাঞ্ছনীয় আকাশের

উজ্জ্বল নক্ষত্র সংসারের ঘোর আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া চিরকাল লাঞ্ছিত হইবে। অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে?

তেজ। জ্ঞানবুদ্ধিসমন্বিত মানবের এ সব নৃশংসোচিত কার্য্য কি দুঃখাবহ! ভগবান্ ইহার নিরাকরণ করুন। এই-খানেই কথাবর্ত্তা শেষ করিয়া কন্যা পুত্রের সহ পিনাকী তথা হইতে দ্বিগুণতর একটী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথাকার নিভৃততম প্রদেশে বন-পাদপসমূহের বিশাল শাখা পল্লবে একটী অপূর্ব্ব কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঘনশৈলমালার অভ্য-ন্তর দিয়া মুকুল পল্লবে সজ্জিত একটী রমণীর পথ চলিয়া গিয়াছে। একদিন প্রভাতে তেজকুমার সেফালিকে কিছু না বলিয়া সেই পথে চলিয়া গেল—বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর গেল। সম্মুখে এক খানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। তথায় একটী আম্র বৃক্ষের নীচে শুভ্রপট্টবস্ত্রপরিহিতা একটী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। তেজকুমার সে রমণীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে একটী পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। যতই সে রমণীকে দেখিতে লাগিল, ততই তার পুরাতন স্মৃতি মনে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল। তাহার সেই উৎকণ্ঠা দেখিয়া রমণী বিস্ময়ে কহিল "বাছা! তুমি কে?"

তেজ। এই গ্রামের নাম কি ছায়াপথ?

রমণী। হাঁ।

তেজ। আপনি আমাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন?

রমণী (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল) হাঁ দেখিয়াছি।

তেজকুমারও কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "আপনারই সুভগা বলিয়া একটী মেয়ে আছে না?"

রমণী। হাঁ আছে, কেন?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তেজ-কুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপে আপন কুটীরে প্রত্যাগত হইল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। তেজ-কুমার কুটীরে গিয়া সেফালিকে কহিল "সেফালি আজ আমি ছায়াপথে গিয়াছিলাম।"

সেফালি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "কি ছায়াপথে গিয়েছিলে?"

তেজ। হাঁ পূর্ব্বে জানিতাম না, ছায়া-পথ এখান হইতে এত কাছে।

সেফালি। সেখানে নূতন কি দেখিলে? আমার যাইতে বড় ইচ্ছা করে। বাবার সঙ্গে গিয়া সেখানে প্রায় দুই বৎ-সর ছিলাম না? সেখানকার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। তুমি কি তোমার পূর্ব্বপরিচিত লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ?

তেজ। না সেফালি! কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই।

সেফালি। আর এক দিন যাবে বুঝি?

তেজ। যাব না? অবশ্য যাব।

সেফালি—দেখ সাবধানে চলা ফেরা করিও, শত্রু পদে পদে। (ক্রমশঃ)

সংখ্যাবিষয়ে বিচিত্র সংস্কার।

সকল দেশেই সংখ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার দেখা যায় ; লোকে কোন কোন সংখ্যাকে শুভজনক ও কোন কোন সংখ্যাকে অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকে। বিযোড় সংখ্যা ১, ৩, ৫ এবং যোড় সংখ্যা ২, ৪, ৬ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফলজনক বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হয়। সুরতী খেলা, জ্যোতিষী গণনা এইরূপ অনেক স্থলেও সংখ্যাবিশেষ বা কয়েক সংখ্যার সমবায় বিশেষ সুফল বা কুফলজনক বলিয়া স্থির করা হয়।

প্রথম ৯টী সংখ্যা সম্বন্ধেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার আছে, তাহা এক এক করিয়া বলা যাইতেছে।

১ (এক)—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ-প্রকাশক বলিয়া পবিত্র। যবদ্বীপ-বাসীরা ১ সংখ্যাকে অতি সৌভাগ্যজনক বলিয়া গণনা করে। ইহারা কৃষি সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য এক একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। শস্যসংগ্রহকালে এক দিনে যত শস্য কাটিতে পারে, তাহা গ্রহণ করে ; অবশিষ্ট শস্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

২ (দুই)—প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা এই সংখ্যাকে অতি কুলক্ষণজনক মনে করিতেন, কারণ বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বর দ্বিতীয় দিনে নরকের সৃষ্টি করেন। অনেক ইংরাজ বংশ এই সংখ্যাকে অশুভ-জনক মনে করিতেন। ২য় হারল্ড যুদ্ধে নিহত হন, ২য় উইলিয়ম ও ২য় এডওয়ার্ড ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারান। ২য় এথেলরেড, ২য় রিচার্ড, ২য় জেম্‌স সিংহাসন পরিত্যাগে বাধ্য হন। ২য় হেন্‌রী, ২য় চার্লস, ২য় জর্জ অনেক প্রকারে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হন। ইউরোপের অন্যান্য রাজাদের মধ্যেও এই সংখ্যার কুফল ফলিয়াছে। ফ্রান্স, নাভার, স্পেন, আঁজো এবং সেবয়ের ২য় চার্লস, ইঁহাদের সকলেরই পরিণাম মন্দ।

৩ (তিন)—এই সংখ্যা সম্বন্ধে লোকের অদ্ভুত বিশ্বাস দেখা যায়। পিথাগোরাস-নামক প্রাচীন পণ্ডিতের মতে ইহা পূর্ণ সংখ্যা, ইহা আদি, মধ্য ও অন্তবোধক। খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, হিন্দুদের ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও অনুষ্ঠানের সহিত এই সংখ্যার যোগ আছে। ত্রিপত্র বলিয়া বিল্বপত্রের সম্মান। স্বস্তি ও শান্তিবাচন প্রভৃতি ৩ বার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৪ (চারি)—চতুর্ব্বেদ বলিয়া ৪ সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে পবিত্র। ৪ পাতাওয়ালা দূর্ব্বা কোন কোন জাতিমধ্যে বিশেষ সুলক্ষণসূচক।

৫ (পাঁচ)—হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচের

যথেষ্ট সম্মান আছে। পঞ্চ কন্যা, পঞ্চ যজ্ঞ, পঞ্চ পুণ্যশ্লোক, পঞ্চামৃত প্রভৃতি কথা প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের দিবসে ৫ বার নমাজের বিধি আছে।

৬ (ছয়)—রোমে ৬ সংখ্যা দুর্ভাগ্য সূচক। রোমের ৬ষ্ঠ রাজা সার্ভিয়স্ টলিয়সের মৃত্যু শোচনীয়। পোপ ৬ষ্ঠ অর্বানের সময় খ্রীষ্টান সমাজ বিভক্ত হয়। ৬ষ্ঠ আলেকজেণ্ডার অতি দুর্বৃত্ত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ষড়ৈশ্বর্য্য, ষড়রিপু, ষড়্গুণ, ষড়দোষ প্রভৃতির গণনা প্রসিদ্ধ।

৭ (সাত)—এই সংখ্যার সহিত যত নিগূঢ় মতের যোগ আছে এত আর কোন সংখ্যায় দেখা যায় না। সপ্তলোক, সপ্তর্ষি, সপ্ত মাতা প্রভৃতি এ দেশে যেমন সাতের মহিমাসূচক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ সাত দিনে জগতের সৃষ্টি বলিয়া সাতের বিশেষ মহিমা। ইহুদীদিগের মতে ৭টী ধর্ম্ম ও ৭টী পাপ। ইহুদীদের অনেক পর্ব্ব ৭ দিনব্যাপী। ইলাইসা প্রভৃতি ইহুদী ঋষি ৭ বার জর্ডনে স্নান করিতেন। যিশু বলিয়াছেন ৭ বার নয়—সপ্ত-সপ্ততি বার ক্ষমা করিতে হইবে। মন্দির ও দেবতা প্রভৃতিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। একজন প্রাচীন লেখকের মতে ৭ সংখ্যার ৪টী গুণ:—(১) ইহা অজাত এবং অন্য কাহারও উৎপাদক নয়; (২) ইহার মধ্যে সকল মিলন; (৩) ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ সংখ্যাবাচক; (৪)—ইহা পূর্ণসংখ্যায় গঠিত এবং তদ্গুণসম্পন্ন।

কোরাণে সপ্ত স্বর্গের বর্ণনা আছে। প্রাচীন রুশীয়েরা কবরের উপর ৭ ধাপওয়ালা সিঁড়ি গাঁথিত, মৃত ব্যক্তি ইহা দ্বারা ৭ ধাপে স্বর্গে উঠিবে। হিন্দু বিবাহে সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। কন্যা ৭ পাক দিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করে।

৮ (আট)—অষ্ট ধাতুর অনেক গুণ। অষ্ট দিক্ পাল আট দিক্ রক্ষা করেন। ঈশ্বরের অষ্টোত্তর শত নাম প্রশস্ত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম অর্থাৎ আট অঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। শুভ কার্য্যে অষ্ট বসুধারা দিতে হয়।

৯। মধ্য যুগের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদের মতে ৯টী পৃথিবী, ৯টী স্বর্গ, ৯টী নরকের নদী, ৯ প্রকার স্বর্গের দূত।

স্কটলণ্ডবাসীদের মতে দুরন্ত গোরুকে জলের তরঙ্গে ৯বার ডুবাইলে সে শান্ত হয়। ৯টা হাঁড়িচাঁচা (Magpie) পক্ষী দর্শন কুলক্ষণ। ইংলণ্ডে কোন দাসী একটা শুঁটীতে ৯টা মটর পাইলে তাহা জানালার ধারে রাখিয়া দেয়। তাহার বিশ্বাস, যে তাহা প্রথম দর্শন করিবে, সেই তাহার বর হইবে। বিলাতের নিম্ন শ্রেণীর বিশ্বাস গমের ৯টা বীজ চারিপাতাওয়ালা দুর্ব্বার উপর রাখিলে পরীদর্শনে সমর্থ হওয়া যায়। হিন্দু জ্যোতিষে নবগ্রহের ফলাফল অনুসারে জীবের ভাগ্য নির্ণীত হয়। নবরাত্রি কীর্ত্তন বৈষ্ণবদের মতে মহা ফলপ্রদ।

গৃহকর্ম্ম।

কচি লাউয়ের পায়স।

কচি টাটকা লাউ	একটী,
ঘৃত	/০ একছটাক,
খাঁটি গাভিদুগ্ধ	/৪ চারি সের,
দোবরা চিনি	/॥০ অর্দ্ধ সের
কিসমিস	/০ একছটাক,
পেস্তা	ঐ
বাদাম	ঐ
ছোট এলাচ, কর্পূর	সম্ভবমত।
লবণ	অল্প।

প্রস্তুত করিবার প্রকরণ।

লাউটির খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া পাত্রে রাখ। পরে একখানি পরিষ্কার ধারাল বঁটিতে ঐ খণ্ড গুলি খুব সরু সরু অথচ লম্বা লম্বা ধরণে কুটিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মাখাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। তাহার পর ঐ সকল লাউ চূর্ণ খুব জোরে নিঙ্গড়াইয়া তাহা হইতে জলীয় ভাগ যত নির্গত হইয়া যায়, ততই ভাল। লবণ কেবল জল কাটাইবার জন্ত অতি অল্প দিতে হয়; যেন তাহার আস্বাদ মাত্র না থাকে।

এদিকে আলে পিতলের পরিষ্কার একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল অলাবু-চূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা নাড়িতে হয়। একটু বাদামি রঙ্গের মত ভাজা হইলে তাহা নামাইয়া পাত্রে রাখ। পরে জালে দুধ চড়াইয়া ফুটিয়া আসিলে যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিল, সেই সময় ঐ লাউ-চূর্ণ তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ পরে চিনি এবং তাহার পরেই ঐ সকল উপকরণ (কর্পূর ভিন্ন) তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতেছে, সেই সময় তাহাতে কর্পূর এবং ছোট এলাচ চূর্ণ গন্ধ দ্রব্য দিয়া নামাইয়া লও। এই প্রকারে অলাবুর পরমান্ন প্রস্তুত হয়। অল্প উষ্ণ থাইলে ইহা উপাদেয় দ্রব্য।—দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন গত ১০ই ডিসেম্বর সবল কলিকাতায় পৌছিয়াছেন।

২। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বেষ্টিন নগরের পশুশালায় সিংহের গৃহে আমেরিকার এক বরকন্তার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে॥

৪। বিলাতের বারিষ্টারী পরীক্ষায় এবার ২৫ জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কুমার বিজয়চন্দ্র মহাতাপ বাহাদুরের শুভ বিবাহ রাজধানীতেই সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ইনি লাহোরের এক বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশের কন্যা।

৬। সুচুখোখী নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া এক হিন্দুস্থানী বালিকা উত্তর পশ্চিম হইতে মান্দ্রাজে পীড়িতা মাতাকে দেখিতে যায়। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহার এত আনন্দোচ্ছ্বাস হয় যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে !!

৭। আমেরিকার জর্জ এম পুলম্যান নামক এক ধনাঢ্য মহাত্মার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৬ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকা নানা প্রকার সাধারণহিতকর কার্য্যে দিয়া গিয়াছেন; অথচ আপনার পুত্রেরা তত উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনের অল্পাংশ দিয়াছেন।

৮। মেং বি এল গুপ্তের মধ্যমা কন্যা চারুলতা লণ্ডন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১০০ সংখ্যার মধ্যে ৯৩ পাইয়াছেন।

৯। এ বৎসর বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে।

১০। লেডী ডফরিণ ফণ্ড হইতে অনূন ৮০টী দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মেডিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

১১। গতবর্ষে বঙ্গদেশের জমীদারেরা নানাপ্রকার দাতব্য কার্য্যে ১১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। ছোট লাট সার আলেকজাণ্ডার মেকাঞ্জী স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিনিধি সি, সি, ষ্টিবেন্‌স সাহেব বড় লাটের কৌন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য হইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিলাত যাইবেন।

১৩। গত ৪ঠা ডিসেম্বর গ্রীশ ও তুরস্কের সন্ধিপত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বামারচনা।

সারা দিন চেয়ে থাকি।

সারাদিন পথ পানে
শুধু চেয়ে থাকি;
ক্ষীণদৃষ্টি হীন-তারা
সদাই আপন-হারা,
ক্ষণমাত্র রুদ্ধ নহে অশ্রুভরা আঁখি,
নিশি দিন শুধু আমি পথ চেয়ে থাকি।

শুনেছি বিশ্বের মাঝে
হয়ে আছ লীন,
দিবা নিশি উর্দ্ধে বসি,
বরষিছ স্নেহরাশি,
তবুও করুণা তব যাচি দীন হীন,
পথে রাখি আঁখি তোমা ডাকি সারাদিন।

হে প্রভু তোমার প্রেম
প্রতি মুখে সাজে ;
রবির প্রতিভাননে
কোমল চাঁদ-বদনে
তারকা কনকমুখে নীলিমার মাঝে,
তোমার মহিমা দেব সর্ব্বত্রই রাজে।
প্রকৃতি-পরাণ মাঝে
তোমার নিবাস,
কুসুমে সৌরভ হও,
পবিত্রতা আনি দাও
মানবের তপ্ত প্রাণে ছড়ায়ে সুবাস,
তবে কেন মম হৃদে জাগেগো নিরাশে ?
তুমি ত রয়েছ পিতা
সকল আলয়ে,
মায়ের স্নেহের বুকে
কত প্রেম কত সুখে
জীবের জীবন সদা রাখ বাঁচাইয়ে ;
দেখে শুনে তবু আছি পথ নিরখিয়ে।
তোমার মঙ্গল ছায়া
জীবনে জীবনে,
যৌবন উষার কালে
পতি পত্নী দোঁহে মিলে
লভে তব প্রেমকণা বিবাহ-বন্ধনে,
সদাই বিরাজ প্রভু জাগ্রত স্বপনে।
তোমার সুন্দর ছবি
প্রতি মুখে ভাসে,
শিশুর অধরপুটে
স্বরগের জ্যোতি ফুটে
অতুল সৌন্দর্য্য শোভা ধরায় বিকাশে,
পূর্ণ তুমি আছ দেব প্রত্যেক নিঃশ্বাসে।
তুমিত রয়েছ কাছে
দৃষ্টি নাহি হয় ;
আকুল বিহ্বলমনে
সুধাই জগতজনে
"কোথায় কোথায় পিতা বল গো আমায় ?"
সারাদিন কাঁদি কাটি তব প্রতীক্ষায়,
কোথায় কোথায় পিতা আছহে কোথায় ?
মুক্ত কর দৃষ্টি মুদ হেরিগো তোমায়,

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
শাহারণপুর।

সে যে ঠাকু'মার।

সে যে ঠাকু'মার
অঞ্চলের কোটি নিধি,
মরতে দেছেন বিধি,
শুনাইতে ঠাকু'মারে তাঁর সমাচার ;
তার সে বিমল হাসে
ঠাকু'মার প্রাণ ভাসে,
সুখ, সাধ, সবি আসে পরাণে তাঁহার।
সে যে ঠাকু'মার
প্রভাতে কনক রবি,
সন্ধ্যায় সুন্দর ছবি,
শারদ গগনে যেন আলো চাঁদিমার ;
দেব-শিশু সুকুমার,
এসেছে গৃহেতে তাঁর,
এই কথা প্রাণে তাঁর জাগে অনিবার।

সে যে ঠাকু'মার
লইয়াছে সন্ধ্যা, স্মৃতি,
লইয়াছে স্নেহ, প্রীতি,
লইয়াছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা যা ছিল তাঁহার ;
কোটি চুমো লয় নিতি,
তবুত না হয় তৃপ্তি,
তবুত দুরন্তপনা, তবু আবদার।
সে যে ঠাকু'মার ;
দুদণ্ড বিহনে তায়,
জীবন ধারণ দায়,
তা বিনে চলে না যেন তাঁহার সংসার।
তা বিনে জগৎ শূন্য,
সে করে কামনা পূর্ণ,
তাই নাম "জগবন্ধু" রেখেছেন তার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু!
তোর ওই শোভারাশি,
তোর ও অমিয় হাসি,
হেরিলে উথলে মোর হৃদি পারাবার,
শুধুই আমারি কেন,
এ বিশ্ব-সংসার যেন
তোমারে হেরিলে লভে আনন্দ অপার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু
তুমি নাই ঘরে যার,
শূন্যময় ত্রিসংসার,
অপূর্ণ, বিষাদ-ভরা হৃদি খানি তার ;
এ জগতে কি যে তুমি,
বর্ণিতে অক্ষম আমি,
সে অমর শক্তি নাই মোর কবিতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু!
সুন্দর কুসুমরাশি,
সে সৌন্দর্য্যে যায় ভাসি,
সে ওরে তোমার কাছে মাগি লয় হা'র ;
সে ওরে পড়িছে ঝরে,
সরমে সলাজে মরে,
পবিত্র সুন্দর শিশু সৃষ্টি বিধাতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু!
নাম তব "জগবন্ধু"
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
এই সদা মনে রেখ হৃদয়ে তোমার ;
কাজ কর নাম মতে,
সুযশ লভ জগতে,
তোর লাগি এই ভিক্ষা পায় বিধাতার।

আশীর্ব্বাদিকা শ্রীমতী রেবা রায়,
কটক।

শোকোচ্ছ্বাস।

(মা অন্নপূর্ণা)
কত খেলা খেলেছিলে আসি ধরাতল,
সে সব স্মরিয়া জ্বলে উঠে শোকানল।
কখন কাঁদিতে বসি, কভু মুখে মৃদুহাসি,
ত্যজিয়া এ সুখরাশি করিলে গমন।
পীড়িত স্বামী যে তোর করিছে রোদন॥
বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে অনায়াসে চলে গেলে
ধূলায় লুণ্ঠিত তব বসন ভূষণ ;
কেবা তাহা তুলে রাখে করিয়া যতন।
সব জ্বালা পরিহরি, গিয়াছ অমরপুরী,
দীক্ষিতা হইয়া গেলে অমর সদন॥
শাঁখাশাড়ী রত্ন জ্বলে, সিন্দুর পরিয়া ভালে,

চন্দনের ছড়া পড়ে সুগন্ধি কুসুম,
অকালে পুষ্পটী ছিঁড়ে নিয়া গেল যম।
কে হেন সাবিত্রী আছে, তুলনা তোমার কাছে?
নারীকুলে শিক্ষা দিয়া ছাড়ি আত্মজন,
অশ্রুপূর্ণ গিয়াছ কি কৈলাস ভুবন?
তব মুখ মনে হলে ঝরে দু নয়ন,
কাকে দেখে তোর সব ভাবি অনুক্ষণ।

শ্রীপুণ্যশীমণি দেবী।

"হতাশ।"

হায় বিধি কি করিলে এত আশা কেন দিলে?
আশায় ভুলায়ে কেন রাখিলে আমায়।
এ ধনে কে চেয়েছিল এ প্রার্থনা কে করিল?
একবার দেখাইয়ে লুকালে কোথায়?
নাহি পাব যে রতনে লোভ দিলে কেন মনে,
হৃদয়ে হানিয়া শেল লইলে কাড়িয়া?
সে দিনের কথা যেন দেখিতেছি প্রতিক্ষণ,
সে কথা স্মরিলে প্রাণ যায় যে ফাটিয়া॥
এমন করিবে বিধি জানিতাম আগে যদি,
দেখিতাম দিবানিশি সে চাঁদ বদন।
দারুণ শোকেতে হায়! পরাণ পাগলপ্রায়,
বিষাদ-সাগরে ডুবে আছি অনুক্ষণ॥
পরাণের যত আশা যত আকিঞ্চন তৃষা,
আর কভু উঠিবে না হৃদয়েতে মোর।
যা হ'বার হয়ে গেছে স্মৃতিটুকু পড়ে আছে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর॥
কেন এত আশ্বাসিয়ে আশানল জ্বালাইয়ে,
অকালে সে আশাদীপ করিলে নির্ব্বাণ।
আর কি-হে পাইব না, এ জনমে দেখিব না
আবার কি পাব দেখা স্নেহভরা ধন?
ওহে হরি দয়াময়! দাও মোরে পদাশ্রয়,
সকাতরে ডাকিতেছি আমি হে তোমারে।
দুঃখিনী তনয়া বলে, পায়ে ঠেলে অবহেলে
জলন্ত অঙ্গারে ফেলে দিও না আমারে॥
যে জ্বালাতে প্রাণ জ্বলে, তাহা তো নিভে না জলে,
নিভিবে না এ যাতনা থাকিতে জীবন।
যত সাধ মনে ছিল, সবত এবে মিটিল,
এখন তোমার আমি চাই শ্রীচরণ॥
কাতর অন্তরে বলি দাও মোরে পদধূলি,
কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা মম হো'ক উপশম।
অন্তরেতে শোকানল, দাহ করে হৃদিস্থল,
পিঞ্জরেতে বদ্ধ আমি বিহঙ্গিনী সম॥
একবার মনে হয় যেখানে দু চোক যায়
ছুটিয়া চলিয়া যাই শান্তি যদি পাই।
যথা নাহি ভালবাসা, নাহি সংসারের আশা
এমন সুখের ঠাঁই কোথাও কি নাই?
মনের বাসনা যত, একে একে হল গত,
এখন পড়েছি আমি অগাধ তিমিরে।
চারিদিক হোতে যেন, ঝড় বহে শন শন,
নিরাশার যেন আদি ঘিরেছে আমারে॥
হেন আশা দেখাইয়ে অনায়াসে ভুলাইয়ে
উন্মাদের প্রায় মোরে কোরো না হে হরি॥
দিয়াছিলে নিয়া ধন কাঁদাও না আর প্রাণ
তোমার চরণে আমি এ প্রার্থনা করি।

ভগ্নপ্রাণা কুমকুম কুমারী।

দিনমণির প্রতি নলিনীর উক্তি।

কে তুমি সোণার থাল পূর্ব্বগগনে
উদিয়েছ ধীরে ধীরে প্রফুল্লিত মনে,
[illegible] জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ আকাশে?
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
[illegible] হইয়া স্খলিত,
[illegible] হইতে পতিত—
চক্ষ মম উচ্চ দিকে করিছ বিহার—
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
মধ্যাহ্ন সময়ে আর বথা ব্যোমস্থল
[illegible] প্রচণ্ড তপন;
[illegible] অম্বরে
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
এবে এ সুন্দর নিসর্গে [illegible]
[illegible] হবে দীনকর
[illegible] আনিবার—
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।

আহা কিবা মনোহর [illegible] মূরতি,
হাসিছে [illegible] বিকচ প্রকৃতি,
আহা কি [illegible]
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
সন্ধ্যাকে পূর্ব্বাহ্ন কাল [illegible]
হাসিছে [illegible] প্রফুল্ল বদনে,
[illegible] উল্লাস অপার—
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
[illegible]
কি শোভিছ [illegible]
যে [illegible] নানারঙ্গে [illegible]
আর কেহ নহ তুমি প্রাণেশ আমার।
[illegible] কোথা যাও [illegible]
[illegible]
তুমিতো [illegible]
আমিও তোমার প্রিয়া [illegible]

কিরণময়ী দেবী।

প্রাণের দেবতা।

কি তুমি বুঝ না আমি [illegible]
[illegible]
[illegible] এ বুক
[illegible] অজস্র আবরা।
তুমি কি [illegible]
[illegible] জ্যোতি,
[illegible]
কি তুমি বুঝিতে [illegible]

আকাশে [illegible]
কে তুমি [illegible]
[illegible]
কেন [illegible]
[illegible] আমার!
আমার [illegible] তুমি [illegible]
[illegible] দিলে,
[illegible]

কুসুমকুমারী দেবী।